আনন্দ-বিদায়।

(প্যারডি')



শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায়-প্রণীত।

সুরধাম, ২নং নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন,

কলিকাতা।



মূল্য ৷৷০ আট আনা।

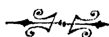
কলিকাতা, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সন ১৩১৯ সাল।



কলিকাতা, ৬নং সিমলা ষ্ট্রীট্,
এমারেল্ড্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীবিহারীলাল নাথ-কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।



বঙ্গভাষায়

ব্যঙ্গ প্রহসনের প্রতিষ্ঠাতা

রসিকপ্রবর কবি

শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের

শ্রীকরকমলেষু—



ভূমিকা।

এই নাটিকা বহুবর্ষ পূর্ব্বে সংক্ষিপ্ত আকারে বঙ্গবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা ভাষায় বোধ হয় এই প্রথম 'প্যারডি' নাটিকা। ইয়ুরোপীয় অথবা সংস্কৃত সাহিত্যে প্যারডি নাটিকার অস্তিত্ব আমি অবগত নহি। প্যারডি কবিতা ও গান সর্ব্ব সাহিত্যেই প্রচলিত আছে।

প্যারডির উদ্দেশ্য ব্যঙ্গ নহে—রঙ্গ। তাহাতে কাহারও ক্ষুব্ধ হইবার কথা নহে, বরং প্রীত হইবারই কথা। কারণ বিখ্যাত রচনারই প্যারডি লোকে করিয়া থাকে। মিণ্টনের 'প্যারাডাইজ্ লষ্ট্', মাইকেলের 'মেঘনাদবধ', হেমবাবুর 'হতাশের আক্ষেপ', ঠাকুরদেবতা বিষয়ক বহুগানও এই 'নকলের' হাত হইতে রক্ষা পায় নাই। মদ্রচিত কয়েকটি গানও এই সম্মান লাভ করিয়াছে।

এ নাটিকা যে প্রতিভাবান্ কবির শ্রেষ্ঠ নাটিকার 'প্যারডি', তিনি সম্প্রতি ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতি অক্ষয় হৌক্। এবং যে নাটিকার ইহা 'প্যারডি', রঙ্গালয়ে তাহার অভিনয় দর্শন করিয়া আমি অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি। বঙ্গসাহিত্যে তাহা অমর হৌক্।

এ নাটিকায় কোন ব্যক্তিগত আক্রমণ নাই। "মি"র প্রতি আক্রমণ আছে। ন্যাকামি, জ্যেঠামি, ভণ্ডামি ও বোকামি লইয়া যথেষ্ট ব্যঙ্গ করা হইয়াছে। তাহাতে যদি কাহারও অন্তর্দ্দাহ হয় ত. তাহার জন্য তিনি দায়ী, আমি দায়ী নহি। আমি তাঁহাদের সম্মুখে

দর্পণ ধরিয়াছি মাত্র। যদি ইহা তাঁহাদের প্রকৃত প্রতিচ্ছবি না হয়, তাহা হইলে এ ব্যঙ্গ তাঁহাদিগের গায়ে লাগিবার কথা নহে। একজন কবি অপর কোন কবির কোন কাব্যকে বা কাব্যশ্রেণীকে আক্রমণ করিলে যে তাহা অন্যায় বা অশোভন হয় তাহা আমি স্বীকার করি না। বিশেষতঃ যদি কোন কবি কোনরূপ কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। Browning মহাকবি Wordsworthকে এইরূপই চাবকাইয়াছিলেন এবং Wordsworth মহাকবি Shelley ও Byronকে এইরূপই কশাঘাত করিয়াছিলেন। যিনি কাব্যে দুর্নীতির সপক্ষে, তিনি সাহিত্যের শত্রু, এবং এইরূপ কাব্যের নিহিত বীভৎসতা ও অপবিত্রতা যিনি আচ্ছাদন খুলিয়া প্রকাশ করিয়া না দেন, তিনিও সাহিত্যের প্রতি নিজের কর্ত্তব্য পালন করেন না।

আজকালকার সৌখীন সাহেবী কৃষ্ণভক্তিকে ব্যঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে এ নাটিকার কৃষ্ণ রাধিকাকে আধুনিক সজ্জায় সজ্জিত করা হইয়াছে। এবং ভক্তিটুকু একেবারে বাদ দিয়া, কবিতায় ও গানে, বিশুদ্ধ লালসাকে প্রশ্রয় দেওয়াকে আক্রমণ করা হইয়াছে।

ভূমিকাতে এগুলি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়ার প্রয়োজন হইল, কারণ দেখিতেছি যে, অনেক অসাবধান পাঠক চিন্তা না করিয়াই গ্রন্থের আলোচনা করেন। আবার কোন কোন সমালোচক এমন নিরেট যে ভূমিকারূপ হাতুড়ি দ্বারাও তাঁহাদের মাথায় পেরেক বসেনা। উদাহরণতঃ "পরপারের" ভূমিকায় আমি বলিয়া দিলাম যে, ইহা ইংরাজি শিক্ষায় আলোড়িত "বর্ত্তমান ভদ্র হিন্দু সমাজের" ভিত্তির উপর গঠিত। তথাপি এই ব্যক্তিগণ নাটকে সেকেলে আদর্শ খুঁজিতে বসিলেন।

স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলিও এই ভিত্তির উপর গঠিত। নহিলে কোন্ সেকেলে হিন্দুসতী ভ্রমরের মত স্বামীকে বলে যে তুমি যতদিন ভক্তির যোগ্য ছিলে, ততদিন তোমায় ভক্তি করিতাম এখন আর ভক্তি করিতে পারি না? কিম্বা সূর্য্যমুখীর মত সাপত্ন্য সহ্য করিতে না পারিয়া পদব্রজে পতিগৃহ ত্যাগ করে? সমালোচকগণ যেন মনে রাখেন যে, সমাজে এখন নূতন নূতন আদর্শ সৃষ্ট হইতেছে এবং স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁহাদের সেকেলে আদর্শ লইয়া মাথা ঘামান নাই। কিন্তু কি করিব আমি যুক্তি দিতে পারি, মস্তক দিতে পারি না। তাহা ভগবানের সৃষ্টি।

শ্রীগ্রন্থকারস্য—



কুশীলবগণ।

পুরুষ।

আনন্দ	...	...	ধনী গৃহস্থ।
নেপাল	...	...	তাঁহার পুত্র।
ঘনরাম	...	...	নেপালের জ্যেঠতুত ভাই।
দণ্ডধারী	...	...	আনন্দের খুল্লতাত।
হংসবাহন	...	...	এডিটর।
বক্কেশ্বর	...	...	তাঁহার কর্ম্মচারী ও নেপালের
ডাক্তার বাবু		...	আনন্দের শ্যালক।

স্ত্রী।

জ্ঞানদা	...	...	আনন্দের দ্বিতীয়-পক্ষ স্ত্রী।
মোহিনী	...	...	ঘনরামের মাতা।
হংসী	...	...	হংসবাহনের স্ত্রী।
মালতী	...	...	ঘনরামের স্ত্রী।



প্রস্তাবনা



এটা এক অভিনব নাটিকা।
ইংরাজি ভাষাতে একে বলে 'প্যারডি'—
জানেন ত' পাঠক ও পাঠিকা॥
প্যারডিতে প্রহসনে পিষিয়ে,
গুলে নিয়ে, অপেরাতে মিশিয়ে
কটু ও মিষ্টে—
(পরে) যা থাকে অদৃষ্টে—
(কাব্যে) কুনীতির পৃষ্ঠে ঝাঁটিকা॥
নাহি যাঁর কৃষ্ণে ভক্তি,
বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখি যাঁর
লালসায় শুধু অনুরক্তি—
এটা তাঁরও মস্তকে ছোটখাট চাঁটিকা॥
কে রসিক বেরসিক জানি না,
বিদ্বেষ নিন্দাও মানি না,
বেরসিক যিনি, তাঁর আছে বেশ অধিকার—
বেশী ভাত খাইবার গিয়ে নিজ বাটিকা॥



আনন্দ-বিদায়।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আনন্দ ও তাঁহার খুল্লতাত দণ্ডধারী।

আনন্দের গীত।

দুখের কথা বল্‌বো কত, ছেলেটা বিগড়েছে কাকা।
আছে নাকি সুরে কথা, আর লম্বা লম্বা চুল রাখা।
মাঝে মাঝে, আমার বিশ্বাস, ফেলে যেন দীর্ঘ নিশ্বাস,
আছে আবার উদাসভাবে আকাশপানে চেয়ে থাকা।

দণ্ড। তাইত! লক্ষণ বড় ভালো বোধ হ'চ্ছে না।—সঙ্গী কি রকম জুটেছে ব'ল্‌তে পারো?

আনন্দ (গীত)।

তাহার যে সেই সঙ্গী সকল, অবিকল ঠিক তাহার নকল;
কেশে, বেশে, দীর্ঘশ্বাসে কবিত্বের সেই ভাব মাখা।
ব'ল্‌বো কি আর, দেখ্‌ছি আমি—ছেলেটা বিগড়েছে কাকা।

দণ্ড। বেশ মিল্‌ছে।—এঁ্যা এঁ্যা—তার পর? সঙ্গিনী?

আনন্দ (গীত)।

সহচরী সভ্য নারী ঘিরে তারে সারি সারি—
সখের থিয়েটরে ভারি ছেলেটা উড়চ্ছে টাকা।
কি ব'লবো আর তোমায় আমি, ছেলেটা বিগড়েছে কাকা।

দণ্ড। আবার সখের থিয়েটর খুলেছে?

আনন্দ। হাঁ, তার নাম দিয়েছে "গোপীগোষ্ঠ"। ছেলেটা আবার বাঁশি বাজায়।

দণ্ড। [সাগ্রহে] বটে! বটে!—তার পর!

আনন্দ। সে একটা অপেরা তৈরী ক'রেছে। তার মহলা দিচ্ছে। অপেরার নাম **up-to-date** কৃষ্ণলীলা।

দণ্ড। বাঃ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে। বংশী, রাখালবালক, গোপিনী—ঠিক মিল্‌ছে। তার পর—এঁ্যা-এঁ্যা রাধিকা?

আনন্দ। রাধিকা কি?

দণ্ড। বলি নাতির প্রেম ট্রেম কারো সঙ্গে হ'য়েছে ব'ল্‌তে পারো?

আনন্দ। কৈ! না!—শুনিনি ত! নারী সমাজে মেশে এই যা! স্বভাব চরিত্র মন্দ নয়।

দণ্ড। ঐ জায়গায় ত মিল্‌লো না বাবাজি!—এঁ্যা এঁ্যা—তা রাধিকা আস্‌তে বড় দেরি নেই।—যাহোক্ ডাক্তার দেখাও।

আনন্দ। ডাক্তার?

দণ্ড। হাঁ ডাক্তার। রোগ বড় খারাপ।

আনন্দ। আজ আমার ভাইপোকে দেখ্‌বার জন্য ডাক্তার আস্‌বে 'খনি। তবে তাকে দিয়ে দেখাবো?

দণ্ড। এক্ষনি। অপেক্ষা কর্লে চ'ল্‌ছে না। এ্যাঁ এ্যাঁ—রোগ খারাপ।

আনন্দ। তা ত বুঝ্‌ছি।

দণ্ড। আবার এ্যাঁ এ্যাঁ ছোঁয়াচে।

আনন্দ। ছোঁয়াচে না কি?

দণ্ড। বিষম! আমারই কি রকম ক'র্চ্ছে।

আনন্দ। কি রকম?

দণ্ড। এ্যাঁ এ্যাঁ হোল বুঝি!

আনন্দ। কি হোল খুড়ো?

দণ্ড। আর খুড়ো! এ্যাঁ এ্যাঁ—

আনন্দ। সে কি!

দণ্ড। ঐ হোল বুঝি।

[নেপথ্যে] বাবু একবার বাইরে আসুন। ডাক্তার বাবু এসেছেন।

দণ্ড। যাও যাও! শীগ্‌গির। আমার কেমন শীত শীত ক'র্চ্ছে। ও বাবা! এ কি হোল! [দৌড়াদৌড়ি] যাও যাও—

আনন্দ। এই যাচ্ছি। [প্রস্থান]

দণ্ড। তাইত! বাবাজি এ্যাঁ এ্যাঁ বেশ একটু গোলোযোগে প'ড়েছেন দেখ্‌ছি। আমিও ও ভোগান এ্যাঁ এ্যাঁ কতক ভুগিছি। আমারও দ্বিতীয়-পক্ষ কবিতা লেখেন কিনা। তাঁকে নিয়ে এ্যাঁ এ্যাঁ বাবাজির এখানে এসে ওঠা বড় ভালো হয় নি দেখ্‌ছি। উঁহুঃ! গতিক বড় সুবিধা রকম বোধ হ'চ্ছে না।

[একখানি খাতা হাতে করিয়া তাহা পড়িতে পড়িতে দণ্ডধারীর দ্বিতীয়-পক্ষ স্ত্রী মল্লিকার প্রবেশ ।]

দণ্ড । কি গো ! হাতে ও কি !

মল্লিকা । তোমার নাতির কবিতার বহি । একটা কবিতা শুন্‌বে ? উঃ ! কি মধুর ! কি গভীর !

দণ্ড । মাটি ক'রেছে !—ও বই—এঁ্যা এঁ্যা—ছুঁড়ে ফেলে দাও ।

মল্লিকা । ছুঁড়ে ফেলে দেবো ! এই কবিতা ! উঃ ! [বক্ষে ধারণ করিয়া] প্রাণ শীতল হোলো ! প্রাণ শীতল হোলো ! এ কবিতা—ওঃ !

দণ্ড । এই গোল বাধালে দেখ্‌ছি । আচ্ছা কবিতাটা একবার পড় দেখি ।

মল্লিকা । শুন্‌বে ? তবে শোন । [পাঠ]

পথের লোক বলে চলিছি চলিছিই—
পথে যে ভয়ানক কাদা ;
বাড়ীর লোক বলে ঘরেতে বসে' থাকা
কেমন আরামটি দাদা ।

দণ্ড । এ কি রকম কবিতা ?

মল্লিকা । শোন— [পাঠ]

পথের লোক বলে উহুহু মরি মরি !
গরমে গেল গেল প্রাণ ;
বাড়ীর লোক বলে আহাহা কি আরাম
টান্‌রে টানা পাখা টান ।

দণ্ড। এটা কবিতা হোল ?

মল্লিকা। তুমি বুঝ্‌তে পার্ব্বে না। শুধু শুনে যাও !

[পুনরায় পাঠ]

পথের লোক বলে চলিছি চলিছিই,
পথ যে ফুরায় না হরি !
বাড়ীর লোক বলে ঘুম ত ভেঙ্গে গেল—
দিন যে যায় না—কি করি।

দণ্ড। কিচ্ছু হয় নি।

মল্লিকা। [বুকে হাত দিয়া] ওঃ! গেল! প্রাণ গেল! প্রাণ যায়!

দণ্ড। এঁ্যা এঁ্যা কেন প্রেয়সী! [হস্ত ধারণ]

মল্লিকা। যাও! উঃ! এই কবিতা—উঃ, কি মধুর! কি গভীর! কি গভীর!

দণ্ড। গভীর কি রকম! কবিতার মানে ত এঁ্যা এঁ্যা এই যে একটা লোক পথ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আর একটা লোক এঁ্যা এঁ্যা ঘরের মধ্যে ঘুমুচ্ছে।—এর মধ্যে এঁ্যা এঁ্যা গভীর যা কিছু হ'তে পারে, এঁ্যা এঁ্যা তা ঐ লোকটার ঘুম্‌টা। নৈলে আর ত' কিছু গভীর দেখ্‌লাম না।

মল্লিকা। যা ভাব্‌ছো তা নয়। মানে—উঃ! কি গভীর!

দণ্ড। মানে হ'চ্ছে কি ?

মল্লিকা। মানে আবার কি! এতে বুঝ্‌বার কিছু নাই। এ শুধু গন্ধ।

দণ্ড। গন্ধ!—কিসের ?

মল্লিকা। এর মানে এই রকম একটা কিছু হবে, যে ভিতরে সসীম, বাহিরে অসীম ; কিম্বা ভিতরে শান্তি, বাহিরে কর্ম্মফল ; কিম্বা ভিতরে আত্মা, বাহিরে পরমাত্মা ; কিম্বা—কিম্বা—কিম্বা—

দণ্ড। ভিতরে এঁ্যা এঁ্যা সন্দেশ, বাহিরে ঢুঁ ঢুঁ ; কিম্বা ভিতরে দ্বিতীয় পক্ষ, বাহিরে মাছি ; কিম্বা এঁ্যা এঁ্যা ভিতরে ক্ষিদে, বাহিরে অন্নাভাব ; কিম্বা—কিম্বা—কিম্বা—

মল্লিকা। তুমি চুপ কর। তুমি আইন বুঝ্বে, বাজারের হিসেব বুঝ্বে, কাব্যের কি বোঝ ? এর মানে—ধর্ত্তে পার্ছি নে—ধর্ত্তেই যদি পার্ব্ব, তা হ'লে গদ্য লিখ্লেই হোত। কিন্তু এ—এর মানে—উঃ! কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না।—কেবল গন্ধ! কেবল গন্ধ!

দণ্ড। উঁহুঃ!—গতিক কোন রকমেই সুবিধার নয়। যা ভেবেছি তাই।—দেখ, ও রকম কোরো না। আমার বয়স এখনও এমন কিছু বেশী হয় নি। নাতিকে দেখেই—

মল্লিকা। উঁহুঃ! এখনো তাকে চোখে দেখি নি—

গীত।

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু কাব্য পড়েছি,
অমনি নিজেরই মাথা খেয়ে ব'সেছি।

দণ্ড। এঁ্যা এঁ্যা কাব্য পড়ে'ই ?

মল্লিকার গীত চলিল—

শুনেছি তার বরণ কালো,
কিন্তু তার, চেহারা ভালো ;

ওগো বল আমি—
তারে নিয়ে দেশ ছেড়ে যাবো কি।

দণ্ড। তা যাও—আমি—এঁ্যা এঁ্যা—free pass দিচ্ছি। যাও!—

মল্লিকার গীত চলিল—

শুধু বারান্দায় যাচ্ছিল সে,
"হুঁ হুঁ" করে' ভৈরবী ভাঁজ্‌ছিল সে;
তাই শুনে বাপ—দুই তিন ধাপ্‌
ডিঙ্গিয়ে এলাম মেরে একলাফ্‌—

দণ্ড। সে কি!—এঁ্যা এঁ্যা পা ভাঙ্গিনি ত?

মল্লিকার গীত চলিল—

উপর তলায় যে খুসী সে যায়,
ভুনি খিচুড়ী যে খুসী সে খায়;
সখি বল আমি—

দণ্ড। [সুরে] আদা দিয়ে এঁ্যা এঁ্যা কচুপোড়া খাবো কি!

মল্লিকা। যাও! আমার এমন গানটা মাটি করে' দিলে। ওঃ!—এক লাইনে সব মাটী।

দণ্ড। ও—এঁ্যা এঁ্যা—দেখ, কাল আমায় বাড়ী ফিরে যেতে হ'চ্ছে। এঁ্যা এঁ্যা বিশেষ দরকার প'ড়েছে। রোসো এঁ্যা এঁ্যা time tableটা কোথায় দেখি। এঁ্যা এঁ্যা [খুঁজিতে উদ্যত]

মল্লিকা। তা যাও না। কে মানা কর্চ্ছে!

দণ্ড। আর এঁ্যা এঁ্যা তুমি!

মল্লিকা। [সুরে]

উপর তলায় যে খুসী সে যায়,
ভুনি খিচুড়ি যে খুসী সে খায়,
সখি বল আমি হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।—

[প্রস্থান]

দণ্ড। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়। এই যে এ্যাঁ এ্যাঁ ভায়া যে—

নৃত্যভঙ্গী সহকারে গাহিতে গাহিতে নেপালের প্রবেশ।

দেখে যা দেখে যা লো তোরা
সাধের কাননে মোর!
সেথা জোছনা ফুটে, তটিনী ছুটে,
জ্বালায়ে ঘুঁটে, মজুর মুটে—
করিছে রজনী ভোর!

দণ্ড। বাঃ এ্যাঁ এ্যাঁ বেশ নাচ্‌তে শিখেছ ত ভায়া।

নেপাল। ও! ঠাকুর্দ্দা!—দেখ্‌তে পাইনি।—আমাদের সম্প্রতি আমার তৈরি একখানা নাটিকা অভিনয় হবে, তাতে আমি রাধিকা সাজ্‌বো। তার নাচ্‌টা অভ্যাস কর্চ্ছিলাম।

দণ্ড। কর্চ্ছিলে না কি? মাথায় ও কি? এ্যাঁ এ্যাঁ চুড়ো না কি!

নেপাল। ও! এগুলো খুলে রেখে আস্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম।

[মস্তক হইতে কতকগুলি কাগজ উন্মোচন]

দণ্ড। ও গুলো কি?

নেপাল। ওগুলো Curl paper বলে' এক রকম যন্ত্র। রাতে চুলে প'রে শুতে হয়। সকালে উঠে চুল কোঁকড়া হয়।

দণ্ড। বটে! তা জান্তাম না।—এঁ্যা এঁ্যা—খোঁপা বাঁধো?

নেপাল। খোঁপা?

দণ্ড। হাঁ খোঁপা!

নেপাল। না।

দণ্ড। বেঁধো। ও টুকু—এঁ্যা এঁ্যা—আর বাকী থাকে কেন!

নেপাল। না না। আপনি তামাসা কর্চ্ছেন।

দণ্ড। ঠিক বুঝেছ! বুদ্ধি আছে ত!—বলি, এঁ্যা এঁ্যা প্রেম ট্রেম কারো সঙ্গে হ'য়েছে না কি?

নেপাল। না। তবে সে—

　　'পাশ দিয়ে গেল চলি' চকিতের প্রায়,
　　অঞ্চলের প্রান্তখানি ঠেকে গেল গায়।'

দণ্ড। খুব—এঁ্যা এঁ্যা—বেঁচে গিয়েছো ত!

নেপাল। 'চুম্বন এসেছে তার কোথা সে অধর'—

দণ্ড। তাও এলো বলে'! ভাবনা কি!—"চুম্বন" যখন এসে পৌঁছেছে, তখন—এঁ্যা এঁ্যা—"অধর" আস্‌তেই হবে।

নেপাল। "হের নারী হৃদয়ের পবিত্র মন্দির"।

দণ্ড। এই এসেছে। অধরের চেয়ে বেশী এসেছে। আর কি চাও?

নেপাল। 'কেমন দুখানি বাহু সরমে লুতায়ে
　　বিকশিত * * * * আগুলিয়া রয়।'

দণ্ড। একটু বাদ গেল না?

নেপাল। 'ফেলগো বসন ফেল'—

দণ্ড। ও বাবা! এ যে ধাপে ধাপে উঠ্‌ছে।—এঁ্যা এঁ্যা—আর কাজ নেই। এ সব তোমার কবিতা?

নেপাল। না। আমার কবিগুরু রবিবাবুর।

দণ্ড। যিনি—এঁ্যা এঁ্যা অনেক ব্রাহ্মসঙ্গীত লিখেছেন—"তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা"—এও সেই মহাকবির রচনা?

নেপাল। আজ্ঞে।

দণ্ড। ছাপানো?

নেপাল। হাঁ ঠাকুর্দ্দা—আরো শুনুন।—

দণ্ড। Obscene literatureএর বিপক্ষে একটা আইন আছে না? ওঃ! [কাণে আঙ্গুল দিয়া প্রস্থানোদ্যত]

নেপাল। [সুরে] "তুমি যেওনা এখনি"

দণ্ড। না দাদা একদিনের জন্য যথেষ্ট হ'য়েছে। শরীর খারাপ।

নেপাল। [সুরে] "এখনো আছে রজনী।"

দণ্ড। তা থাকুক। আর সৈবে না। [প্রস্থানোদ্যত, ফিরিয়া] দেখ তোমার কবিগুরু যদি জান্‌তেন—এঁ্যা এঁ্যা—যে চাটগাঁয় একটি ছাত্র তাঁর লেখা প'ড়ে এতদূর উচ্ছন্ন গিয়েছে তা হ'লে—এঁ্যা এঁ্যা—তিনি একটা খুব কঠিন রকম প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তেন। তুমি তোমার কবিগুরুর ভালো কবিতাগুলি মুখস্থ না করে' তার যেগুলি ওঁচা পদ্য তাই মুখস্থ করে' রেখেছো দাদা?

[প্রস্থান]

নেপাল। ঠাকুর্দ্দা, আপনি সেকেলে লোক, কাব্যরস কি তাই জান্‌লেন না!—হুঁঃ।—রবিবাবু!—আহা!—আমি তাঁর নকলে একখানা গীতিনাট্যই রচনা কল্লাম।

গীত।

সে আসে ধেয়ে এন্ ডি ঘোষের মেয়ে,
ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্ ধিনিক্—চায়ের গন্ধ পেয়ে।
সে আসে ধেয়ে—

অলক্ষিতে ডাক্তার সহ আনন্দ, দণ্ডধারী ও জ্ঞানদার প্রবেশ।

জ্ঞানদা। ঐ দেখুন ডাক্তার বাবু—কি রকম ভঙ্গী করে' গান গাইছে!

নেপালের গীত চলিল—

কুঞ্চিতঘন কেশে, বোম্বাই শাড়ী বেশে,
খট্ মট বুটশোভিতপদ-শব্দিত ম্যাটিনেএ।
বঞ্চিত নহে, সঞ্চিত কেক বিস্কুট তার প্লেটে ;
অঞ্চল বাঁধা ব্রোচে, রুমালেতে মুখ মোছে,
জবাকুসুমের গন্ধ ছুটিছে ড্রয়িং রূম্‌টি ছেয়ে।

[গাইতে গাইতে প্রস্থান]

ডাক্তার। এ রকম কতদিন হ'য়েছে ?

আনন্দ। এই মাস ছয়েক। "যৌবন স্বপ্ন" ব'লে একখানা বই প'ড়ে এই রকম বিগ্‌ড়েছে।

জ্ঞানদা। কি হবে ডাক্তার বাবু! সার্ব্বে ত' ?

ডাক্তার। তা সার্ব্বে বৈ কি। Quinine mixture দিয়ে তার পর একটা purgative দিলেই সেরে যাবে 'খনি।

দণ্ড। বাঃ! এই purgativeটা এঁ্যা এঁ্যা তোমাদের খুব মুখস্থ। জ্বর হোল—purgative, আমাশা—purgative, ফোড়া—purgative—কি ঔষধই এঁ্যা এঁ্যা বের ক'রেছিলে! বলিহারি!

ডাক্তার। আপনি দেখ্‌ছি purgativeএ বিশ্বাস করেন না।

দণ্ড। ও বাবা! আমাদের ঠাকুর দেবতার চেয়ে এঁ্যা এঁ্যা purgativeএ বেশী বিশ্বাস করি। হাতে হাতে ফল। [আনন্দকে] দেখ বাবাজি! purgativeএ কিছু হ'চ্ছে না।—এক কাজ কর্ত্তে পারো?

আনন্দ। কি—

দণ্ড। কোড়ার বন্দোবস্ত কর্ত্তে পারো?

ডাক্তার। কোড়া!

দণ্ড। কিম্বা এঁ্যা এঁ্যা নিম গাছ কি পেয়ারা গাছের একটা আছোলা ডাল নিয়ে এঁ্যা এঁ্যা ভায়ার পশ্চাদ্দেশে পটাপট দাও দেখি। এঁা এঁ্যা হরিতকী গাছের ডাল হ'লে আরও ভালো। সঙ্গে সঙ্গে এঁ্যা এঁ্যা purgativeএর কাজ হ'য়ে যাবে এখনি।

আনন্দ ও জ্ঞানদার গীত।

জ্ঞানদা। সে যে শক্ত ভারি খুড়ো।
আনন্দ। ওহে দণ্ডধারী খুড়ো।
জ্ঞানদা। ও ডাক্তার কি বল তুমি?
আনন্দ। ওহে দণ্ডধারী খুড়ো।

জ্ঞানদা । যদি চুরী করে ননী,

আনন্দ । আমার বাছা সোনামণি ;

উভয়ে । তারে কি তাই ব'লে আমি কোড়া মার্ত্তে পারি খুড়ো।

জ্ঞানদা । কি বল ডাক্তার বাবু—

আনন্দ । ওহে দণ্ডধারী খুড়ো ।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

গাইতে গাইতে নেপালের সঙ্গীদিগের প্রবেশ ।

জাগ জাগরে নেপাল, জাগ জাগরে ঘনাই ।
প্রাণের সাথী আয় গোঠে যাই—
এযে—প্রায় সাতটা বেলা হোলো ভাই ।
কোথায় মা আনন্দরাণী !
ধুয়ে দে ওর মুখখানি,
ও তোর সোনার চাঁদের চাঁদমুখে
(একটু) চা তৈরি করে' দে না গো !
সঙ্গে সঙ্গে আমরাও খেয়ে যাই গো
সে না খাক্, আমরা খাই ।

নেপাল ও ঘনরামকে লইয়া মালতি, মোহিনী ও জ্ঞানদার প্রবেশ ।

জ্ঞানদা । আয়রে গোপাল ওরে বুড়ো, বেঁধে নে রে ধড়া চূড়ো,
হাতে রে তোর নেরে রাখাল বাঁশি ।
দেখে শুনে যেও বাবা, ক্ষিধে পেলেই খেয়ো বাবা,
হেসে বাছা বল্ তবে 'আসি' ।　　[প্রস্থান]

নেপাল । আসি ।

ঘনরাম । তুমি আমায় একটা কিছু বল মা ।

মোহিনী ।　লাঙ্গল করিয়া ঘাড়ে যাও বাবা ঘনরাম ।
সযতনে মাঠে দি'ও চাষ ।
নেপাল বাজায়ে বেণু যখন চরাবে ধেনু,
তখন কাটিও তুমি ঘাস ।　　[প্রস্থান]

ঘনরাম ।　আমি ঘাস কাট্‌বো কেন ?

মালতি । তা কাট্‌বে বৈকি ! তুমিত আর কিছু পার না, এমন কি বাঁশিটি পর্য্যন্ত বাজাতে পারো না ।　　[প্রস্থান]

সঙ্গীদিগের গীত ।

হেলে দুলে গোঠে চল গোঠবিহারী !
অঞ্চল থলথল অঙ্গে বিথারি' ।
বঙ্কিম ঠাম, শিরে কালো ছাতি শোভয়ে,
সুন্দর কালাপেড়ে কটি হাঁটু বেড়য়ে,
হট মট খটমট খট খট খটমট
বুট পরি' মুহুমুহু লম্ফ দেওয়ত—
ধীরে পাশে চায় ধায় ভক্ত দুধারি ।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

হংসরাজ ও তাঁহার স্ত্রী হংসী।

হংস। শুন প্রিয়ে ভীষণ ব্যাপার।
দেখিনু স্বপন—
এক মহা বিপ্লব ভয়ঙ্কর !
কে যেন বলিয়া উঠিল—
নবধর্ম্ম উঠিছে চাগিয়া
চড়্ চড়্ করি' ;
হিন্দুধর্ম্ম হবে নাশ,
হংসের হবে মুণ্ডপাত।

হংসী। কেন নব ধর্ম্মে নাড়া দিতে গিয়েছিলে নাথ ?
জানিতে না কি সে ধর্ম্মের পশ্চাদ্ভাগে
জাগে নেপালচন্দ্র !
আর পাপ করিও না ;
ভজ নব ধর্ম্ম।

হংস। সে কি প্রিয়ে !
নারীবুদ্ধি ভয়ঙ্করী—
সর্পবৎ, কিম্বা যথা ব্যাঘ্রশিশু
যতনে বর্দ্ধিত হ'য়ে
পালকের রক্ত করে পান।

ছাড়িব না ধর্ম্ম সনাতন—
করিব ফোঁটার ব্যাখ্যা,
গোপনে খাইব পক্ষীমাংস,
প্রমাণ করিব টিকি শ্রেষ্ঠ ধরাতলে—
আর মূর্খ—টাক !

হংসী। পারিবে কি প্রমাণ করিতে ?

হংস। অবশ্য পারিব প্রিয়ে। পড় নাই তুমি
কৃত্তিবাসী রামায়ণ কিম্বা কাশিরাম,
হও নাই এডিটর,
কর নাই রোজগার মিথ্যা কথা লিখি।
মূর্খতার জোরে—
উড়াইয়া দিতে পারি হার্ব্বট স্পেন্সার,
নেপাল কি ছার।

হংসী। সে কি প্রাণনাথ !

হংস। জানোনা প্রেয়সী অজ্ঞতার বল।
তদুপরি দশ টাকা দেয় কেহ যদি,
সমালোচনার জন্য, অসাধ্য সাধিতে পারি
সত্যকে হঠাৎ
উড়াইয়া দিতে পারি একটি তুড়িতে ;
নরকে যাইতে পারি।

হংসী। বিবেককে দিতে পারো বিসর্জ্জন ?

হংস। না প্রিয়ে—

কিরূপে তা দিব বিসর্জ্জন
যাহা নাই, যাহা কভু ছিলনা প্রেয়সী ?
সত্যের ধারি না ধার—
কৃত্তিবাস পর্য্যন্ত বিদ্যার দৌড়।
আমি কি ডরাই সখি ভিখারী নেপালে !

হংসী। সত্য ? সত্য ?

হংস। কর না বিশ্বাস মোরে ?
এই তুমি হিন্দু সতী ?
দেখ [ইষ্টক লইয়া]
এই ইঁট মার মম ছুঁড়িয়া মস্তকে।

হংসী। কেন নাথ !

হংস। দেখিবে এ ইঁট
গুঁড়া হ'য়ে যাবে,
মস্তকের হইবে না কিছু।

হংসী। ধন্য নাথ ! ধন্য আমি !

হংস। ডাকো তবে—বক্কেশ্বর !

বক্কেশ্বরের প্রবেশ।

বক্কেশ্বর। ডাকিয়াছ মোরে হংসরাজ !

হংস। ডাকিয়াছি। যাও চট্টগ্রামে, ধরে' আনো
দুরাত্মা নেপালচন্দ্রে !
তাহারে করিব বধ।
পড়্ পড়্ পড়্—নেপালের হবে মুণ্ডপাত ;

ধড়্ ধড়্ ধড়্—পড়িবে নেপাল ।
ছড়্ ছড়্ ছড়্—ছড়াইবে রক্ত তার ;
হুড়্ হুড়্ হুড়্—খাইব তাহা ভরিয়া উদর ।
কড় মড় চিবাইব মুণ্ড পরে—যেন পান ।
[স্বগত] দেখিতেছি কত বল ধরে সে নেপাল !
হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

[হংসরাজ ও হংসীর প্রস্থান]

বকেশ্বর । যাইতেছি—
এইবার পূরিবে মানস ;
নেপালের সহ যুদ্ধে
হবে হংস বংশ ধ্বংস ।

তৃতীয় দৃশ্য ।

স্থান রঙ্গমঞ্চ । সম্মুখে শ্রোতৃবর্গের জনতা ।

১ শ্রোতা । আর কতক্ষণ পরে drop উঠ্‌বে ?

২ শ্রোত্রী । এ অপেরা অতি ভালো হ'য়েছে না কি ?

৩ শ্রোতা । জঘন্য ।

২ শ্রোত্রী । সে কি ! আপনি পড়েছেন ?

৩ শ্রোতা । না ।

২ শ্রোত্রী । তবে—জান্‌লেন কেমন করে' ?

৩ শ্রোতা। নেপালের সঙ্গে আমার ঝগড়া।

২ শ্রোত্রী। ঐ drop উঠ্‌ছে, drop উঠ্‌ছে। Order please.

যবনিকা উঠিল।

প্রস্তাবনা।

আমরা সবাই পড়ি প্রেমের পাঠশালায়।
—পাঠশালায় পাঠশালায় পাঠশালায়।
পড়ি প্রেমের প্রথম ভাগ, প্রেমের খাতায় পাড়ি দাগ,
ক র খ ল অর্থাৎ এটা যখন প্রেমের পূর্ব্বরাগ ;
নভেল পড়ি, তুলি হাই, তুড়ি দেই, সর্ব্বৎ খাই ;
প্রাণ করে আই ঢাই, ভর্ত্তি হ'য়ে নাটশালায়।
দ্বিতীয় ভাগে এখানেতেও যুক্তাক্ষরই শিখ্‌তে হয়,
ঐক্য ও অনৈক্য ভোগ্য কর্ম্মভোগ্য লিখ্‌তে হয়,—
বেতালা গাইতে হয়, আশে পাশে চাইতে হয়,
পার্টিতে যাইতে হয়, আট্‌শালী ও আট্‌শালায়।

[পট পরিবর্ত্তন]

১ শ্রোতা। আট্‌শালী আর আট্‌শালায় কি রকম ?

দূর হইতে একজন শ্রোতা। নৈলে যে মেলেনা।

২ শ্রোতা। এ শালা স্ত্রীর ভাই যে শালা, সে শালা নয়, কিম্বা যে শালা বল্লে অশ্লীল হয় সে শালা নয়। আট্‌শালায় মানে আটজনে।

৩ শ্রোতা। শালা শব্দের ঐ অর্থে প্রয়োগ আমি কখন শুনিনি।

২ শ্রোতা। তা বল্লে চল্‌বে কেন। কথায় বলে না যে 'তুমি শালা সাধু আর আমি শালা চোর'। এখানে 'আমি শালা'র মানে কি?

গাইতে গাইতে রাধিকার প্রবেশ।

শ্রোত্রীবর্গ। Order please.

রাধিকার গীত।

আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি,
তুমি leisure মাফিক বাসিও।
আমি নিশিদিন রেঁধে বসিয়ে আছি,
তুমি যখন হয় খেতে আসিও।
আমি সারানিশি তব লাগিয়া, রব চটিয়া মটিয়া রাগিয়া,
তুমি নিমেষের তরে প্রভাতে এসে দাঁত বের করে' হাসিও।

—ঐ আস্‌ছেন আমার ত্রিভঙ্গমুরারি, গোষ্ঠবিহারী, বংশীধারী, শ্যাম আস্‌ছেন। এ সময় কি কর্ত্তে হয়? রোস 'প্রেমের বোধোদয়ে' দেখে নেই। [একখানি পুস্তক পাড়িয়া]—"অভিমান। ঊর্দ্ধদিকে চাহন ও গুন্ গুন্ স্বরে গাহন।" [বহি বন্ধ করিয়া] বেশ। আমি গান গাই যেন দেখ্‌তেই পাইনি।

[জানালার পার্শ্বে গিয়া ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত ও গুন্ গুন্]

কৃষ্ণের প্রবেশ। হাততালি পড়িল।

কৃষ্ণ। কৈ! আমার রাধা কৈ! ঐ যে ঐ দিকে। ঈস্! দেখানো হ'চ্ছে যেন কিছুই দেখ্‌তে পান্ নি। আমিই বা ছাড়্‌বো

কেন! আমি পায়ে ধর্চ্ছি না! তেমন ছেলেই নই। এ সময়ে কি কর্ত্তে' হয়? এই যে বই রয়েছে। [উক্ত পুস্তক দেখিয়া] 'ধর্ম্মসঙ্গীত'। বেশ! [অপর জানালার পার্শ্বে যাইয়া গান ধরিলেন]

গীত।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ছাঁদ।
তুমি রৈবে চুপটী করে' আর অন্যে কর্ব্বে সিংহনাদ।

রাধা। ও কি রকম! আমার কুঞ্জে এসে ব্রাহ্মসঙ্গীত?

কৃষ্ণ। কে?—তুমি! ও! [গীত চলিল]

অন্যে মিঠাই মণ্ডা খাবে তুমি খেতে নাহি পাবে;
শমন এসে ব'ল্‌বে হেসে এখন কোথায় যাবে চাঁদ।
ঘুঘু দেখেছ ত শুধু এখন তবে দেখ ফাঁদ।

রাধা। থামো, থামো!—আমার বড় শীগ্‌গির শীগ্‌গির ধর্ম্মভাব আস্‌ছে।

কৃষ্ণের গীত চলিল। রাধিকা শেষে গিয়া কৃষ্ণের মুখ চাপিয়া ধরিলেন।

কৃষ্ণ গাহিলেন—'যদি বারণ কর তবে গাহিব না।'

রাধিকা। ঐ যে আবার গাইছ!

কৃষ্ণ। [সুরে] না না গাহিব না।

রাধিকা। ওটা সুরে না বল্লেই নয়। তোমার গলা কিচ্ছু নেই, গান গেও না। ফের যদি গাও ত আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব।

কৃষ্ণ। তবে বাঁশি বাজাই [বাজাইতে নিষ্ফল চেষ্টা] [সুরে] বাঁশরি বাজাতে চাহি বাঁশরি বাজিল কৈ!

রাধিকা। [সুরে] ফুঁ দিলেই কি বাজে বাঁশি, শিখিতে তা হয় সই!

কৃষ্ণ। আমি তোমার সই?

রাধিকা। বিকল্পে।—

রাধিকার গীত।

তোমারই তুলনা তুমি চাঁদ, অকর্ম্মার ধাড়ি।
যেমনি অঙ্গের কালো বরণ, তেমনি কালো মুখে কালো দাড়ি।

১ শ্রোতা। দাড়ি? কৃষ্ণের দাড়ি ছিল এ কথা পুরাণে নাই।

১ শ্রোত্রী। কৃষ্ণের নাক ছিল এ কথা পুরাণে আছে?

রাধিকার গীত চলিল।—

যেমনি দেহখানি স্থূল, বুদ্ধি তারই সমতুল,
আবার, যেমনি বুদ্ধি তেমনি বিদ্যে, যেন গরু টানে গরুর গাড়ি।

কৃষ্ণ। উঃ! রাধিকে!—

রাধিকা। কি নাথ! বিরহ হোল? মিলনে বিরহ কি রকম নাথ?

কৃষ্ণ। বিরহ নয় প্রিয়ে!—ক্ষিধে, ক্ষিধে।—উঃ পেট জ্বল্‌ছে।

রাধিকা। হঠাৎ ক্ষিধে পেয়ে উঠ্‌লো?

কৃষ্ণ। হঠাৎ। রাধিকে আমি যাই।

রাধিকা। আঃ সে কি হয়!

'যদি আসে তবে কেন যেতে চায়'—

কৃষ্ণ। এলে বুঝি আর যেতে নেই? তবে খাবারের বন্দোবস্ত কর।

রাধিকা। খাবারের বন্দোবস্ত?

কৃষ্ণ। হাঁ, খাবারের বন্দোবস্ত। শুধু অধর সুধায় ত আর পেট ভরে না। আর খালি পেটে প্রেম হয় না। খাবারের বন্দোবস্ত কর।

রাধিকা। তার ত কোন কথা ছিল না।

কৃষ্ণ। তবে আমি চল্লুম!—

রাধিকা। [সুরে] "তুমি যেও না এখনই। এখনও আছে রজনী।"

কৃষ্ণ। তা থাকুক। ক্ষিধেয় পেট চাঁ চাঁ কর্চ্ছে।—বোধ হয় এতক্ষণে চড়া প'ড়ে গেল!

রাধিকা। কিন্তু—

কৃষ্ণ। উঁহুঃ! [প্রস্থান]

রাধিকা। আচ্ছা বেশ!—সখি ললিতা।

ললিতার প্রবেশ।

রাধিকা। এক গ্রাস সর্ব্বৎ দে, সর্ব্বৎ দে। আর ভাত বাড়্তে বল্। উঃ!—উঃ! মোলাম! মোলাম! সখিরে!

বিশাখার প্রবেশ।

বিশাখা। কি হ'য়েছে সখি! কি হ'য়েছে।

রাধিকার গীত।

সখি শ্যাম না এলো—

বিশাখা। শ্যাম ত এসেছিল!

রাধিকার গীত—

সে আসা না আসা সমানই সে সখি—
শুধু এলো আর চলিয়া গেল।

বিশাখা। কেন?

রাধিকার গীত—

ব'লে গেল বড় পেয়েছে ক্ষিধে,
এই বলে' চলে' গেল সে সিধে—
কিন্তু সে জানে না আমার হৃদে
কি বিষম ছুরি মারিয়া গেল।

বৃন্দার প্রবেশ।

বৃন্দা। এসো রাধিকা ভাত বাড়া হ'য়েছে।

[রাধিকা ও বৃন্দার প্রস্থান]

১ম শ্রোতা। কিচ্ছু হয় নি।

২য় শ্রোত্রী। কেন মহাশয়?

১ম শ্রোতা। এ রকম কখন গান হয়?

৩য় শ্রোতা। নাটিকা খানির নাম "up-to-date কৃষ্ণলীলা" মনে রাখ্‌বেন।

৪র্থ শ্রোতা। আর কৃষ্ণ রাধিকা নিয়ে 'রহস্য'?

১ম শ্রোত্রী। এ রকম রহস্য পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণ অনেক করে' গিয়েছেন—যথা দীনবন্ধু বাবু।

৪র্থ শ্রোত্রী। আর নেপাল বাবুর মত যে কৃষ্ণ রাধিকা সত্য সত্যই মানুষ ছিলেন না। ওঁরা সব allegory।

শ্রোতার দল। কি রকম?

৪র্থ শ্রোত্রী। 'কৃষ্ণ' মানে যিনি কৃষি কাজ করেন—অর্থাৎ চাষা; আর 'রাধা' মানে যিনি রাঁধেন—অর্থাৎ রাঁধুনি।

শ্রোতৃবর্গ। Genius!

৪র্থ শ্রোত্রী। এটা নেপাল বাবুর originality.

[নেপথ্যে] Prompter! Prompter!

৪র্থ শ্রোতা। Prompter বুঝি কোথায় চলে' গিয়েছে।

২য় শ্রোত্রী। ঐ ললিতা কি ব'ল্‌ছে শুনুন মহাশয়। গোল কর্ব্বেন না।

ললিতা। এদের মান আর অভিমান চ'লেছেই। বাবা! গেলাম! কথায় কথায় মান। কথায় কথায় ভাব—

বিশাখা। সে দিন রাধিকা রান্নাঘরে রাঁধছিলেন, কৃষ্ণ তাঁর কাছে নিজের গুণ কীর্ত্তন কর্ত্তে কর্ত্তে গিয়ে হাজির—

উভয়ের গীত।

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'আমার রাধে বদন তুলে চাও'—

বিশাখা। রাধা বলে 'কেন মিছে আমারে জ্বালাও,

—মরি নিজের জ্বালায়।'

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'রাধে দুটো প্রাণের কথা কই'—

বিশাখা। রাধা বলে 'এখন তাতে মোটেই রাজি নই,

—সবু ধোঁয়ায় মরি।'

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'সবাই বলে আমার মোহন বেণু'—

বিশাখা। রাধা বলে 'ওহো শুনে আমি মরে' গেনু,

—আমায় ধর ধর।'

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'পীতধড়া বলে মোরে সবে'—

বিশাখা। রাধা বলে 'বটে! হোল মোক্ষ লাভ তবে,

—থাক্ আর খাওয়া দাওয়া।'

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'আমার রূপে ত্রিভুবন আলো'—

বিশাখা। রাধা বলে 'তবু যদি না হ'তে মিষ কালো,

—রূপ ত ছাপিয়ে পড়ে।'

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা'—

বিশাখা। রাধা বলে 'ঘুম হ'চ্ছে না!—এ ত ভারি জ্বালা,

—তাতে আমারই কি।'

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'শুনি হরি লোকে আমায় কয়'—

বিশাখা। রাধা বলে 'লোকের কথা কোরো না প্রত্যয়,

—লোকে কি না বলে।'

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'রাধে তোমার কি রূপেরই ছটা'—

বিশাখা। রাধা বলে 'হাঁ হাঁ কৃষ্ণ, হাঁ হাঁ তা তা বটে,

—সেটা সবাই বলে।'

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'রাধে তোমার কিবা চারু কেশ'—

বিশাখা। রাধা 'বলে কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ,

—সেটা ব'ল্‌তেই হবে।'

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা'—

বিশাখা। রাধা বলে 'কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্ট কথা,
—যেন সুধা ঝরে।'

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'এমন বর্ণ দেখিনিত কভু'—

বিশাখা। রাধা বলে 'হাঁ আজ সাবান মাখিনি তবু,
—নৈলে আরও সাদা।'

ললিতা। কৃষ্ণ বলে 'তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে'—

বিশাখা। রাধা বলে 'এসব কথা ব'ল্লেই হোতো আগে,
—গোল ত' মিটেই যেত।'

২য় শ্রোতা। রাধিকা যে রাঁধ্‌তেন একথা শ্রীমদ্ভাগবতে নাই।

১ম শ্রোত্রী। তাতে কি প্রমাণ হয় যে তিনি রাঁধ্‌তেন না।

৩য় শ্রোতা। নিশ্চয়।

১ম শ্রোত্রী। রাধিকা যে খেতেন এটা শ্রীমদ্ভাগবতে আছে?

৩য় শ্রোতা। না।

১ম শ্রোত্রী। তবে রাধিকা খেতেন না?

৪র্থ শ্রোতা। বাপ! এসব তার্কিক মন্দ নয়। কলিকালে হোল কি!

পট পরিবর্ত্তন।

কৃষ্ণ।

কৃষ্ণ চা খাইতেছেন।

১ম শ্রোতা। এ কে?

২য় শ্রোত্রী। কৃষ্ণ।—চা খাচ্ছেন!

৩য় শ্রোতা। কৃষ্ণ! চা খাচ্ছেন?

৩য় শ্রোত্রী। কেন খাবেন না? কোন নিষেধ আছে?

৪র্থ শ্রোতা। তখন চা ছিল?

৩য় শ্রোত্রী। ছিল না যে তার কোন প্রমাণ আছে?

৫ম শ্রোতা। তা হ'লে শ্রীমদ্ভাগবতে উল্লেখ থাক্‌তো না?

৫ম শ্রোত্রী। শ্রীমদ্ভাগবতে কি জিরেমরিচের উল্লেখ আছে? তাই বলে' কি তা ছিল না?

৪র্থ শ্রোতা। ওঁদের সঙ্গে তর্কে পার্ব্বে না। ছেড়ে দাও!

৪র্থ শ্রোত্রী। কৃষ্ণ গান গাইছেন—শুনুন।

কৃষ্ণের গীত।

বিভব সম্পদ ধন নাহি চাই, যশমান চাইনা—
শুধু বিধি যেন প্রাতে উঠে পাই—ভালো এক কপ্ চা।
তার সঙ্গে যদি ছানাবড়া থাকে, আপত্তিকর নয় তা;
শুধু বিধি যেন নাহি যায় ফাঁকে প্রাতে এক কপ্ চা।
অসার সংসার, কেবা বল কার, দারা সুত বাপ মা,
অসার জগতে একমাত্র সার প্রাতে এক কপ্ চা।

চন্দ্রাবলীর প্রবেশ।

চন্দ্রাবলী। ছি ছি ছি এত বেলা হ'য়েছে! তুমি উঠে চা খাচ্ছ। আমায় ডাকৃতে হয়!—কটা বেজেছে?

কৃষ্ণ। সাড়ে সাতটা।

চন্দ্রাবলী। ছি ছি কর্লে কি নটবর? কর্লে কি!

কৃষ্ণ। কি ক'রেছি!

চন্দ্রাবলীর গীত।

কেন যামিনী না যেতে জাগালে না,
বেলা হলো মরি লাজে—
আলু থালু এই কবরী আবরি এই আলু থালু সাজে।
জেগেছে সবাই দোকানী পসারি,
রাস্তায় লোক—আমি কুলনারী
এখন কেমনে হাটখোলা দিয়া চলিব পথের মাঝে।

১ শ্রোতা। কুরুচি! কুরুচি!

১ম শ্রোত্রী। কিসে কিসে?

চারি পাঁচজন শ্রোতা। অশ্লীল!

শ্রোত্রীবর্গ। কেন! কেন!

১ম শ্রোতা। অভিনয়ই না হয় কর্চ্ছ। কিন্তু তোমরা সব ভদ্রঘরের মেয়ে ত। তোমাদের মুখে এই গান। তবে বিদ্যাসুন্দরের "ভাঙ্গা বাগান যোগান দেওয়া ভার"—কি অপরাধ কর্লে!

সকলে। আমরা উঠে যাবো, উঠে যাবো, শুন্‌বো না শুনবো না।

[উত্থান]

১ম শ্রোত্রী । এটা রবীন্দ্রবাবুর একটা গানের অবিকল অনুকরণ ।

২য় শ্রোতা । রবীন্দ্রবাবুর গান কি সব শ্রীমদ্ভাগবত ?

পুরুষ সকলে । আমরা শুন্‌বো না, শুন্‌বো না, কুনীতি ! অশ্লীল !

[প্রস্থান]

১ম শ্রোত্রী । এ কি হোল ! সব উঠে চলে' গেল !

২য় শ্রোত্রী । ব'ল্লে এ কুরুচি ।

৩য় শ্রোত্রী । কুরুচি কি রকম ! এ গানের মধ্যে "ভাতার" কথা নেই, "মিন্সে" কথা নেই,—কি ঐ রকম কোন অশ্লীল কথা নেই ।

৪র্থ শ্রোত্রী । বিয়েও নেই । এমন কবিত্বের ভাব মাখা গান—বল্লে কি না কুনীতি ।

৩য় শ্রোত্রী । বেজায় মূর্খ ! [দীর্ঘ নিশ্বাস]

২য় শ্রোত্রী । আর কতদিনে এরা সভ্য হবে । কতদিনে ! ওঃ !

৫ম শ্রোত্রী । তা এখন কি হবে !—অভিনয় চ'ল্‌বে ? না বন্ধ করা যাবে ?

নেপথ্যে । না আর কাজ নেই ।—Drop ফেলে দাও ।

[যবনিকা পতন]

পুরুষবেশিনী মল্লিকার প্রবেশ ।

মল্লিকা । রোসো, তোমার jealousy সারাচ্ছি । আমি একটু আমোদ কর্ব্ব, তাতেও তোমার আপত্তি ? দিন রা'ত পিছনে পিছনে ফির্চ্ছো । জ্বালাতন্ ! একটু মজা কর্ত্তে হবে । [অগ্রসর হইয়া] কৈ ! author কৈ ?

১ নারী । [অগ্রসর হইয়া সুরে] 'ওগো তুমি কোন্ কাননের ফুল ?'

মল্লিকা। এই সর্ব্বনাশ ক'রেছে। শোন—আমি—

২ নারী। [সুরে] "বঁধু তোমায় কর্ব্ব রাজা তরুতলে"

[মল্লিকার হস্ত ধারণ]

মল্লিকা। দুর পোড়ারমুখী! হাত ছাড়্! আমি—আমি—যা ভাব্‌ছিস তা—তা—নই।

৩ নারী। [সুরে] 'ও কেন ভালোবাসা জানাতে আসে—ওলো সজনি!'

মল্লিকা। আমি আবার তোকে কবে ভালোবাসা জানাতে এলাম।—মর্!

৪ নারী। [সুরে] "বনে এত ফুল ফুটেছে, মান করা সই আর কি সাজে?"

মল্লিকা। শোন, শোন—আমি সত্য সত্যই কৃষ্ণ নই। আমি মুন্সেফ বাবুর দ্বিতীয়-পক্ষ স্ত্রী।

সকলে। স্ত্রী!

মল্লিকা। আমি কৃষ্ণ সেজেছি। এতক্ষণ act কর্চ্ছিলাম। দেখ্‌ছিলে না?

সকলে। ও! তুমি?

১ নারী। আঃ হ্যাঃ!

২ নারী। কবিত্ব মাটি!

৩ নারী। ওঃ!

সকলে। চল চল!　　[নিষ্ক্রান্ত]

মল্লিকা। এ আবার এক বিপদ! তবে বাড়ি যাওয়া যাক্।

আহা আমার স্বামী আমার বিরহে না জানি কত না ছট্‌ফট্ কর্চ্ছেন! তোমার রোগ সারাচ্ছি!　　　　[প্রস্থান]

রাধিকাবেশী নেপালের পুনঃ প্রবেশ।

নেপাল। আমার reputation অঙ্কুরেই শুকিয়ে গেল।—আহা! ভেবেছিলাম যে মাইকেল, হেম, নবীন, রবি, দেবেন্দ্রসেন, ও অক্ষয় বড়ালের সঙ্গে আমার নামটাও থেকে যাবে। কিন্তু আহা! অঙ্কুরে শুকিয়ে গেল—বিধি কৈলা বাদ। আহা! চট্টগ্রাম আমায় চিন্‌লে না! আহা!—হা হতোস্মি!

দণ্ডহস্তে দণ্ডধারীর প্রবেশ।

দণ্ড। এই যে আমার গৃহিণী—এঁ্যা এঁ্যা—সত্য সত্যই এখানে এসে উপস্থিত। প্রেমের টানে যে—এঁ্যা এঁ্যা—এতদূর এসে পড়্‌বেন, তা জান্তাম না। এই যে তোমার রোগ সারাচ্ছি।—এই! [প্রহার]

নেপাল। এ কে বাবা!

দণ্ড। তোমার রোগ সারাচ্ছি!—এই [প্রহার]—এই [প্রহার] আমাকে আর মনে ধর্চ্ছে না। না?—এই [প্রহার] বড় বুড়ো হইছি। না? [প্রহার] নেপালের চেহারাখানা বড় ভালো। না? [প্রহার] না? [প্রহার] না? [প্রহার]

নেপাল। ওঃ!—শুন্থন—উঃ!—ও বাবা—শুন্থন—আমি—ও বাবা!

দণ্ড। আমি শুন্তে চাইনে। ঝাড়াচ্চি—ভূত ঝাড়াচ্ছি [প্রহার] —আমার স্ত্রী হ'য়ে—এঁ্যা এঁ্যা—আর একজনের সঙ্গে—[প্রহার]

নেপাল। আজ্ঞে ঠাকুর্দ্দা, আমি—নেপাল, নেপাল।

দণ্ড। নেপাল!—সে কি [নিরীক্ষণ করিয়া] নেপালই ত বটে।

নেপাল। আজ্ঞে সে বিষয়ে আর সন্দেহ কর্ব্বেন না।

দণ্ড। তা হ'লে—এঁ্যা এঁ্যা—আমার বেশ ভুল হ'য়েছে ব'ল্‌তে হবে।

নেপাল। তা ব'ল্‌তে হবে বৈকি—উহু! [পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া বেদনা উপশমের চেষ্টা করিতে লাগিলেন]

দণ্ড। তা আমি তোমার দাদামহাশয় ত! প্রহারটা রসিকতা হিসাবে নিও দাদা।

নেপাল। কিন্তু রসিকতার মাত্রাটা একটু বেশী হ'য়ে গেল ঠাকুর্দ্দা।

দণ্ড। দাদামহাশয়ের রসিকতার মাত্রা আছেরে শালা! নাতিনীকে বলে "আমি তোর বর"—শুদ্ধ রসিকতার খাতিরে।

নেপাল। সেটা কিন্তু কুরুচি।

দণ্ড। ওরে শালা। তুই—এঁ্যা এঁ্যা—দুপুরুষের মধ্যে—এমন সাহেব হ'য়ে গেলি কোথা থেকে বল্ দেখি। জগতে এক এই দাদামহাশয়ের রসিকতার মধ্যে পাপ নেই—কেবল মধু। এ মধু তুই কি বুঝ্‌বি?

নেপাল। সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝ্‌ছি ঠাকুর্দ্দা। উঃ!—[পীঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন]

দণ্ড। তা কি কর্ব্ব ভায়া! তুমি মেয়েলি ঢং কর্ত্তে, শাড়ীর মত

বগলের নীচে দিয়ে গলিয়ে চাদর পর্ত্তে, তাতেও যে—এঁ্যা এঁ্যা—তোমায় পুরুষমানুষ ব'লে মাঝে মাঝে চিন্তে পার্ত্তাম, তাতে—এঁ্যা এঁ্যা—আমার চখের দৃষ্টির বাহাদুরী দিতে হবে। কিন্তু তুমি ঐ এলোচুলে নাকি সুরে মেয়েলি ঢঙ্গের উপর যদি—এঁ্যা এঁ্যা—একেবারে স্ত্রীবেশ পর, তা হ'লে তোমায় পুরুষমানুষ ব'লে চিনি কেমন করে' ভায়া ?

নেপাল। ঠাকুর্দ্দা আর আমি মেয়েলি ঢং কর্ব্বনা। ন্যাকামিটা একদম ছেড়ে দিলাম।

দণ্ড। সত্যি ? ছেড়ে দিলে ?

নেপাল। যতদূর সম্ভব।

দণ্ড। তা হ'লে ঠেঙ্গানিটা একবারে বৃথায় যায় নি। আমি তা'লে ঠিক ঔষধের ব্যবস্থা ক'রেছিলাম ব'ল্‌তে হবে।

নেপাল। তা ব'ল্‌তে হবে বৈকি।

দণ্ড। শুনে খুসী হলাম। এখন দেখি গৃহিণী কোথায় গেলেন।

[প্রস্থান]

নেপাল। উঃ! মেরে পিষে দিয়েছে!

বক্কেশ্বরের প্রবেশ।

নেপাল। কে হে ? বক্কেশ্বর না ? কখন এলে ?

বক্কেশ্বর। আজ সকালে।

নেপাল। কি খবর ?

বক্কেশ্বর। চল হে নেপাল। কলিকাতা চল।

নেপাল। কেন?—উঃ কি মারটাই মেরেছে! হাড় গোড় ভেঙ্গে দিয়েছে।—বাপ্ পীঠ জ্বল্‌ছে!—কেন?

বক্কেশ্বর। কি বলিব শুনহে নেপাল!

হংস দুরাচার

প্রচার করিছে বঙ্গে মাহাত্ম্য টিকির—

নবধর্ম্ম বুঝি মারা যায়

হংসের প্রতাপে।

এস হে নেপালচাঁদ করহ উদ্ধার দেশ!

নেপাল। উত্তম বক্কেশ্বর!

তুমি মম ভক্ত বীরবর,

জানহ প্রতাপ মম!

বেদ মনু যাজ্ঞবল্ক উড়াইয়া দিব,

প্রবন্ধের চোটে!

সঙ্গী ও সঙ্গিনীদলসহ ঘনরামের প্রবেশ।

ঘনরাম। নেপাল! নেপাল! তবে তোর যশ

অঙ্কুরে বিনষ্ট হোল!

কি হইল হায় হায়—

নেপাল। নাহিক পরোয়া দাদা,

কলিকাতা যাবো—

প্রবন্ধে নাম করিব জাহির।

ঘনরাম। কোন ভয় নাই

লম্ফ দেরে ভাই।

কবিতা বুঝিবে তারা। চল দাদা।
আমার কবিতা কি বুঝিবে চট্টগ্রাম!

[ঘনরামের হস্ত ধরিয়া বীরদর্পে নিষ্ক্রান্ত]

সখা-সখীদিগের প্রবেশ ও গীত।

আয় রে আয় কবিবরের সঙ্গে যাবি কে কে আয়।
আমাদের ঐ নেপালচন্দ্র একলা ফেলে চলে' যায়।
বেঁধে নে তোর থালা বাটী, 'সঙ্গে নে তোর ছেঁড়া পাটি'
বগলে নে ভাতের কাটি, বেঁধে নে তোর বিছানায়।

চতুর্থ দৃশ্য।

—∘჻∘჻∘—

আনন্দ ও বক্কেশ্বর।

আনন্দ। কি বল্লিরে? নেপাল আমার কল্‌কাতায় যাচ্ছে?
একি শূন্য হেরি ত্রিভুবন,
কাঁদে এ পোড়া পরাণ;
আমায় ছাড়িয়া যায় বাপ্!

আনন্দের গীত।

ও রে রে রে নেপাল আমার কলিকাতায় যাবিরে।
গিয়ে দেখ্‌ছি নিশ্চয়ই তুই পক্ষিমাংস খাবি রে।
তুই খাবি যবনের ভাত, ওরে তোর যাবে জাত
আমি তাই দিন রাত বসে' বসে' ভাবি রে।

বক্কেশ্বর। শান্ত হও ভটাচার্য্য
বিসর্জ্জন দাও ভাবনায়।

বক্কেশ্বরের গীত।

আহা ভেবো না, আহা ভেবো না।
আমরা ত আছি কখনই তারে
মুর্গী খাইতে দেবো না।
ওহো যদি সে মজায়—
কুলনারীগণে, যদি সে মজায়—
ব'ল্‌তে পারিনে, কুলনারীগণে যদি সে মজায়—
জেলে যায়, যায় ফাঁসি—কুলনারী যদি সে মজায়—
জাত তার—থাক্‌বে বজায়—ভেবো না।

আনন্দ। তব বাক্যে বক্কেশ্বর—
বাঁধিনু পরাণ।
ভেরীরব কর চারিধারে—
মহোৎসবে মাতিব রে আজি।

[আনন্দের প্রস্থান]

বক্কেশ্বর। তবে আমি যাই—
কি কাজ দাঁড়ায়ে থেকে,
এবার হইবে হংস বধ;
নব ধর্ম্ম হইবে প্রচার।
ধর্ম্ম সনাতন হবে ধ্বংস।

[প্রস্থান]

মোহিনী, জ্ঞানদা, ঘনরাম ও নেপালের প্রবেশ।

জ্ঞানদা। হাঁরে বাপ্। তুই না কি কল্‌কাতায় যাবি?

নেপাল। হাঁ মা। বঙ্গমাতা ডেকে পাঠিয়েছেন। সমাজ উদ্ধার কর্ত্তে হবে। আমার মনে হ'চ্ছে যেন আমি কিছু একটা অবতার হইছি।

জ্ঞানদা। সে কিরে!

নেপাল। জানো না মা, আমার জীবনদেবতা আশে পাশে উঁকি মাচ্ছে্ন।

জ্ঞানদা। ও সর্ব্বনাশ! তখনই ব'লেছিলাম ওকে থিয়েটর কর্ত্তে দিওনা। বাবু বল্লেন "করুক, খেয়াল হ'য়েছে—করুক।" ওরে তোর মাথা খারাপ হ'য়েছে।

নেপাল। না মা। আমি কে তা তুমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছনা। আমাকে চিন্‌তে পার্চ্ছনা। চোখ বোঁজো দেখি মা, চোখ বোঁজো।

জ্ঞানদা। কেন বাছা?

নেপাল। বোঁজো না।

জ্ঞানদা। [চক্ষু বুঁজিলেন] একি! [সুরে] এ যে শঙ্খচক্র গদা-পদ্মধারী!

জ্ঞানদার গীত।

ওরে শ্যাম বংশীধারী (চট্টগ্রাম বিহারী)
শেষে সত্য হোল কথা মামার, জন্মালো কি গর্ভে আমার
কল্কি অবতার রূপে ত্রিভঙ্গ মুরারি।

নেপালের গীত।

তবে গো মা বিদায় দাও বল "বাছা যাও যাও"

জ্ঞানদার গীত।

ওরে আমি প্রাণ ভরে তা কি বলতে পারি।
(আহা) শঙ্খ-চক্র গদাপদ্মধারী।

নেপাল। তবে আমি যাবো না। বল 'যাও'।

জ্ঞানদা। আচ্ছা যাও বাবা যাও। কিন্তু ফিরে এসো।

মোহিনী। তুইও যাবিরে ঘনাই?

ঘনরাম। হাঁ আমিও যাবো।

মোহিনী না, তুই গিয়ে কি কর্ব্বি!

ঘনরাম। চোখ বোঁজো মা চোখ বোঁজো।

মোহিনী এই বুঁজেছি। [চক্ষু মুদ্রিত করিলেন]

ঘনরাম। কি দেখ্‌ছ মা?

মোহিনী। অন্ধকার।

ঘনরাম। সেই অন্ধকার দূর কর্ত্তে আমি যাবো। নেপাল আর আমি বেদ, পুরাণ, মনু, সমস্ত আর্য্যজাতটাকে allegory ব'লে উড়িয়ে দেবো। ভাব্‌ছ কি মা। আলু ভাজো। মূলোর চচ্চড়ি কর। সমাজ উদ্ধার কর্ব্ব। [লাঙ্গল ঘুরাইলেন]

জ্ঞানদা ও মোহিনীর প্রস্থান ও মালতির প্রবেশ।

মালতি। দেশ উদ্ধার কর্ব্বে ঐ বিদ্যেয়?

ঘনরাম। বিদ্যার কি প্রয়োজন প্রিয়ে।

নেপাল। কবিতায় নাম করিব জাহির বৌ দিদি।

মালতি। কবিতা যে উচ্ছন্ন যাবার নব পথ
হইয়াছে আবিষ্কৃত হে ঠাকুরপো
নাহি জানিতাম।

নেপাল। সাহিত্য-সম্রাট্ হব ঋষি হব।

মালতি। সকলি সম্ভবে কলিকালে—
ভূমিশূন্য রাজা, বিদ্যা বিহীন হাকিম ;
নিরক্ষর কাব্যবিশারদ,
বিষয়ী মহর্ষি।
যাও ঠাকুরপো যাও নাথ
কি আর কহিব।

[প্রস্থান]

ঘনরাম। ভাইরে নেপাল
নিশ্চয়ই তুই কৃষ্ণ, আমি বলরাম।
চল্ ত্বরা চল্, এ লাঙ্গল দিয়া
বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্র চষিয়া ফেলিব।
তর্কজাল দিয়া
উড়াইয়া দিব হংসে !
মূর্খ বটে আমরা দুজন,
কিন্তু দেখাইব
পৃথিবীতে অজ্ঞতার বল।

কোন ভয় নাই—
লম্ফ দেরে ভাই।

[উভয়ের লম্ফ ও প্রস্থান, মোহিনীর ও জ্ঞানদার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন]

বালকদিগের প্রবেশ ও গীত।

আয়রে ভাই! আয় চলে' আয় চট্‌পট্‌।
কুড়ুল নে, বুক ঠুকে' আয় ঘট্‌মট্‌॥
সমাজে ঘুরিয়ে মারি ঘা, মোটা গুঁড়ি দা'য়ে সান্‌বে না ;
—চলে' আয়—যাবার জন্য কর্চ্ছি বড্ডই ছট্‌ফট্‌।

[নিষ্ক্রান্ত]

দ্বিতীয় অঙ্ক।



প্রথম দৃশ্য।

—ঃ*ঃ—

হংস ও হংসী।

হংস। উহু হু হু মরি মরি!
নাহি নিদ্রা হয়।
কনক পালঙ্কে ইতস্ততঃ করিতেছি শুধু।

হংসী। হায়! কি হোল! কি হোল!

হংস। হংসের অদৃষ্ট গেছে ভেঙ্গে
ধ্বংস সন্নিকট!
দেখ দেখ আকাশেতে চেয়ে
লোমকূপমুখ যেন বিস্তার বিপুল।
কটা জ্বলে প্রদীপ, প্রেয়সী!

হংসী। একমাত্র দীপ, প্রাণেশ্বর!

হংস। না না দুই দীপ
নেপাল ও ঘনরাম
উহু মরি—
কি করি কি করি প্রাণ যায়!

হংসী। কেন কেন নাথ!

হংস। ভয়ানক ব্যাপার প্রেয়সী।
হইতেছে মহা হৈ চৈ।
হইতেছে বিধবার বিবাহ প্রচার;
মেলা লোক যাইছে বিলাতে;
বৃদ্ধ নাহি করিতেছে বালিকাবিবাহ;
যুবকেরা—প্রকাশ্যে খাইছে মুর্গী।
হিন্দুধর্ম্ম বুঝি যায়।

হংসী। হিন্দুধর্ম্ম যাবে কেন?
এ সব আচার বৈ ত নহে।
কি ভালো আচার কিবা মন্দ, কেবা জানে?
হউক পরীক্ষা তাহা, কিবা ক্ষতি তাহে!
মন্দ আচারের বিষময় ফল
দেখিবে যখন নর—আপনি ত্যজিবে তাহা,
অন্য নর তাহা হ'তে স'রে যাবে ভয়ে।

হংস। কি!—দিতেছ উপদেশ মোরে?
এই হিন্দুসতী!

হংসী। স্ত্রী স্বামীরে উপদেশ নাহি দিবে?
তবে কি করিবে, পতি যদি মন্দমতি?

হংস। পতি যদি বেশ্যাশক্ত মাতাল লম্পট,
পরিবারে করয়ে প্রহার,
করিবে আদর্শ সতী ব্যা ব্যা ধ্বনি শুধু।

গরু যদি লেজ নাহি নাড়ি', শিঙ নাড়ে,
হে হংসী তোমার মত—তবে সে অসতী।

হংসী। কি বলিলে দুরাত্মন্—

হংস। অত তেজে নহে প্রিয়ে—

হংসী। কি! আমি অসতী?

হংস। ধীরে—ধীরে—

হংসী। বটে! [সংমার্জ্জনী আনিয়া] দেখহ আদর্শ সতী!

হংস। সে কি প্রিয়ে!

হংসী। সহিব না এ কলঙ্ক কখন নীরবে,
(প্রহসনেও) যদি সতী হই।
সতীগর্ব্ব না ছাড়িব কভু—ওরে রে রে রে রে—

হংস। ও বাবা!

হংসী। অসহ্য! অসহ্য!

হংস। অসহ্য যদি হয়, গলায় দড়ি দাও!

হংসী। গলায় দড়ি দিব? কেন?

হংস। যে আদর্শ হিন্দুসতী—তাই করে' থাকে।

হংসী। আত্মহত্যা নহে পাপ?

হংস। সতীর পক্ষে নহে,
উন্মাদের আত্মহত্যা পাপ বটে;
তুমি যদি হ'তে চাও সে আদর্শ সতী—
প্রেয়সী; গলায় দড়ি দাও।

হংসী। [সবিস্ময়ে] গলায় দড়ি দিব!

হংস। গলায় দড়ি দাও,
গড়িয়া তোমার মূর্ত্তি রাখিব মিউজিয়মে,
কপালে লিখিয়া দিব
"বঙ্গের আদর্শসতী নারী বুঝি ঐ রে—"
প্রেয়সী গলায় দড়ি দাও।

হংসী। দায় পড়িয়াছে। তুমি ছেড়ে দাও এডিটরি।
নহিলে করিব রসাতল।
ভাত না খাইব।
চুল না বাঁধিব।
করিব চীৎকার ব্যাব্যার চেয়ে বেশী।

হংস। ভয়ঙ্করী, ভয়ঙ্করী—
স্ত্রীবুদ্ধি। সে সর্ব্বনাশ করে।
কহিও না বাণী।
ধরিয়াছে মাথা। করিতেছে শীত!
জ্বর আসে বুঝি।

হংসী। না বালাই। ভাত খাবে চল।

হংস। না না ভাত খাইব না।
লুচি খাবো, লুচি খাবো, অথবা খিচুড়ী।
লুচি ভাজো প্রিয়ে!—
গায়ে জোর করে' নেই।
ও রে রে রে রে রে—

হংসী। কথা যে এড়িয়ে গেল নাথ!

হংস। না না ভয় পাই নাই।
ওকে ওকে যাস্!
দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়ারে পামর!
পলাবি কোথায়? ওরে দিগম্বর!
প্রকাণ্ড শরীর।
যাহা লিখেছিস্ এই ছুড়ে ফেলে দিনু।
ও রে রে রে রে রে দুরাত্মা পামর—
যা যা যা যা মুণ্ড তোর কড়মড়ি খাবো।
হুঁ—হর্—র্—র্— [বেগে প্রস্থান]

হংসী। কি হোল কি হোল!

[পশ্চাদ্ধাবন]

রণবেশে নেপালের ভক্তগণের প্রবেশ ও গীত।

মার্ মার্ মার্ ধর্ ধর্ ধর্ কাট্ কাট্ কাট্ হো।
ডুম্ ডুম্ ডুম্ ডুডুম্ ডুডুম্ ভেঁাপ্পো ভেঁাপ্পো ভেঁা।
হাতি পর হাওদা আর ঘোড়া পর জিন্
নাচোরে ধেই ধেই ধেই তা ধিন ধিন ধিন—
পাড়োরে গাল ঘোরা তরোয়াল—
বন্ বন্ বন্, হন্ হন্ হন্, শন্ শন্ শন্ শোঁ।
"ছেড়েদে ছেড়েদে লাগছে যে হাঁপ"
"গেলাম রে" "মোলাম রে—" "বাপ রে বাপ"
উঠেছে রোল—বেজায় গোল—'পালারে পালারে পালারে পোঁ'।

[নেপথ্যে পট্‌কা ও তুবড়ি আওয়াজ]

বক্কেশ্বরের প্রবেশ।

বক্কেশ্বর। ঘুচিল ধরার ভার, হংস পরাজিত।
হইবে এবার
দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন,
নেপালের কাব্যের রাজত্বে।
সাহিত্য সম্রাট্—
শ্রীনেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আজি।

সখা ও সখীদিগের প্রবেশ ও গীত।

জয় জয় জয় জয় জয় জয় নেপাল চন্দ্র ভাট।
জয় জয় জয় চট্টগ্রামের সাহিত্য সম্রাট্।
একাধারে কবি, অধিকারী, ঋষি—কিবা ত্যাগ কিবা দান,
"পরিষৎ" জল ছিটায়ে দিলেই (কবিবর) স্বর্গে উঠিয়া যান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

—:*:—

দণ্ডধারী ও মল্লিকার প্রবেশ।

মল্লিকা। আমি নিশি নিশি কত রচিব শয়ন
তাহারই আশায় রে—
দণ্ড। রাই ধৈর্য্যং রঁহু ধৈর্য্যং—

মল্লিকা। এই ছেঁড়া খাটিয়ায়, সেঁত সেঁতে এই
ভাড়াটে বাসায় রে।

দণ্ড। রাই ধৈর্য্যং রঁহু ধৈর্য্যং—

মল্লিকা। সে যে এলো না।

দণ্ড। ধর ধৈর্য্যং—

মল্লিকা। কৈ, এখনও ত সে যে এলোনা।

দণ্ড। রঁহু ধৈর্য্যং—

মল্লিকা। সে যে আস্‌বে বলে' চলে' গেল তবু—

দণ্ড। ধৈর্য্যং—

মল্লিকা। কৈ এলো না ত বঁধু।

দণ্ড। ধৈর্য্যং—

মল্লিকা। একা একা আর শুয়ে রব কত,
আর কি একাটি থাকা যায়—

দণ্ড। রাই ধৈর্য্যং—

মল্লিকা। যৌবন জল করে টলমল,
আর কি তা ধরে' রাখা যায়—

দণ্ড। রঁহু ধৈর্য্যং—

মল্লিকা। ধৈর্য্যং আর থাকে না বঁধু।

দণ্ড। ধৈর্য্যং—

মল্লিকা। আর সয় না বঁধু।

দণ্ড। ধৈর্য্যং—

মল্লিকা। আর রয় না।

তৃতীয় দৃশ্য।

—০○০—

নেপাল ও তাঁহার কলিকাতার পুরুষ ও নারী ভক্তগণ।

১

আমি একটা উচ্চ কবি—এমনি ধারা উচ্চ,
যে মাইকেল রবি হেমচন্দ্র—আমার কাছে তুচ্ছ।
আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে চস্‌কে,
জন্মেছি এ বঙ্গদেশে বিধাতার হাত ফস্‌কে।

ভক্তগণের কোরাস্।—

মর্ত্ত্যভূমে অবতীর্ণ কুইলের কলম হস্তে—
কে তুমি হে মহাপ্রভু,—নমস্তে নমস্তে!

২

আমি লিখ্‌ছি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্যে—
নিজেই বুঝি না তার অর্থ বুঝ্‌বে কি তা অন্যে!
আমি যা লিখেছি এবং আজ কাল যা সব লিখ্‌ছি,
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই অনেক শিখ্‌ছি।

কোরাস্। মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি—

৩

আমি যতই দেখ্‌ছি ভেবে আমার কাব্যসূত্র,
দেখ্‌ছি যে জন্মেছি আমি বাণীর বরপুত্র।

তাইতে আমি লিখে যাচ্ছি কাব্য বস্তা বস্তা—
পাবে গুরুদাসের নিকট—ওজন দরে সস্তা।

কোরাস্। মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি—

৪

আমি নিশ্চয় এইছি বিশ্বে বোঝাতে এক তত্ত্ব ;
যদিও না থাক্‌তে পারে তাহার নূতনত্ব।
যে "ব্রহ্মাণ্ড এক প্রকাণ্ড অখণ্ড পদার্থ—"
আমি না বোঝালে তাহা কয়জন বুঝ্‌তে পার্ত্ত?

কোরাস্। মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি—

৫

এখন বেদব্যাসের বিশ্রাম, অদ্য বড়ই গ্রীষ্ম—
তোমাদিগের মঙ্গল হোক্‌—ভো ভো ভক্ত শিষ্য।
এখন কর গৃহে গমন—নিয়ে আমার কাব্য
আমি আমার তপোবনে এখন একটু ভাব্‌ব।

কোরাস্। মর্ত্ত্যভূমে ইত্যাদি—

[প্রস্থান]

১ম ভক্ত। উঃ! এঁর কাব্য দিন দিনই বেশী বোঝা যাচ্ছে না।

২য় ভক্ত। এ কবিত্ব কি প্রত্নতত্ত্ব, কি শ্রাদ্ধের মন্ত্র ঠাওরাণো শক্ত।

৩য় ভক্ত। কি ভয়ানক আধ্যাত্মিক!

৪র্থ ভক্ত। বেজায়! প্রায় রবিবাবুর মত।

৫ম ভক্ত। প্রায়! মত!—তুমি ভক্তর দল ছেড়ে যাও! ভক্ত হ'তে পার্ব্বে না। মত?

১ম ভক্ত। শিষ্য গুরুকে ছাড়িয়ে উঠ্লেন?

২য় ভক্ত। এই একবার বিলেত ঘুরে এলেই ইনি P. D. হ'য়ে আস্‌বেন।

৩য় ভক্ত। P. D. কি?

২য় ভক্ত। Doctor of Poetry.

৩য় ভক্ত। ইংরেজরা কি বাঙ্গলা বোঝে যে এঁর কবিতা বুঝ্‌বে?

৪র্থ ভক্ত। এ কবিতা বোঝার ত দরকার নাই। এ শুধু গন্ধ। গন্ধটা ইংরাজিতে অনুবাদ করে' নিলেই হোল।

২য় ভক্ত। তারপর রয়টর দিয়ে সেই খবরটা এখানে পাঠালেই আর Andrewএর একটা certificate যোগাড় কর্লেই P. L.

৩য় ভক্ত। P. L. কি?

২য় ভক্ত। Poet Laureate.

১ম ভক্ত। ইত্যবসরে একখানা মাসিক বের কর, মাসিক বের কর। আমরা ইত্যবসরে এঁকে একদম ঋষি বানিয়ে দেই—

৩য় ভক্ত। আমার কিন্তু হাসি পাচ্ছে।

৪র্থ ভক্ত। কর্ম্মভোগ মন্দ নয়।

সকলে। চল চল।

[সকলে নিষ্ক্রান্ত]

ঘনরাম, নেপাল, ও তাঁহার চট্টগ্রামের সঙ্গীগণের প্রবেশ।

ঘনরাম। কেন ভাই তোমরা আমার ছোট ভাইকে পীড়াপীড়ি

কর্চ্ছে? নেপাল কি এখন চাটগাঁয়ে যেতে পারে ভাই? নেপালের অনেক কাজ বাকি আছে।

সঙ্গীগণ। কি বল্লিরে ঘনাই? নেপালের অনেক কাজ বাকি রয়েছে?

ঘনরাম। অনেক। ও সমাজ উদ্ধার ক'রেছে। এখন মানব-জাতিকে উদ্ধার কর্ত্তে হবে। নৈলে লাঙ্গল ঘাড়ে করে' আমি ওঁর পেছনে পেছনে ঘুর্চ্ছি?—মানব উদ্ধার বাকি রয়েছে।

চেয়ে দেখ্ ভাইরে নেপাল।
মরেছে দস্তরমত এ হিন্দুসমাজ।
এইবার বাকি আছে মানব উদ্ধার।
পুনরায় উঠে পড়ে' লেগে যারে ভাই
ফিরে নাহি যাস চট্টগ্রামে;
মূর্খতার দেখাবি প্রতাপ।
কোন চিন্তা নাই—লম্ফ দেরে ভাই।

নেপালের গীত।

আর ত চাটগাঁয় যাবো না ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়।
চাটগাঁর খেলা ফুরিয়ে গেছে, তাই এসেছি কল্‌কাতায়।
চাকর পেয়েছি, বামুন পেয়েছি, চাটগাঁর খেলা ভুলে গেছি ভাই,
তোমরা সবাই ভোগো গিয়ে পীলে ও ম্যালেরিয়ায়;
খাঁটী কথা—যাচ্ছি না আর তোমাদের ঐ চাটগাঁয়।
এই ছড়ি নে এই ছাতা নে, আপাততঃ বিদায় দে ভাই,
তোমরা সবাই সোজা হ'য়ে দাঁড়িও রে শেওড়া তলায়,—
ঠানদিদিকে বোলো নেপাল বেঁচে আছে টায় টায়।

আনন্দের প্রবেশ।

আনন্দ। এই যে বাপ নেপাল! আর তোকে নেপাল ব'ল্‌বো না। গোপাল! গোপাল!—বংশী হংসবধ আর আর যত মিলে যাচ্ছেরে বাপ্। ওরে! তত্ত্বকথা বুঝ্‌লেম। ওরে বাপ! একবার বাড়ি ফিরে আয়। তোর গর্ভধারিণী যে পাগলিনী হ'য়েছেন।

আনন্দের গীত।

আয়রে ফিরে আয়রে বাবা আয়রে বাপ তোর বাপের কাছে—
এক ঘা মাত্র লাঠি খেয়ে রাগ করে' কি যেতে আছে?
জ্বরে ভুগে তোর গর্ভধারিণী,
তোকে এখনও ভুল্‌তে পারিনি,
এখনও যে সে কিছু সারিনি—
তুই ফিরে গেলে সে যদি বাঁচে।

নেপাল। পিতাগো! আগে আপনি দাদাকে নিয়ে যান। আমি এখন যেতে পার্চ্ছি নে। আপনি বল্লেন বাবা, যে মা কেঁদে পাগলিনী হ'য়েছেন? বাবা গো, কি করি! এ দিকে যে কলিকাতা কেঁদে 'পাগলিনী' হ'য়েছেন। আর আমারও dysentery হ'য়েছে।

আনন্দ। কি কথা শুনালিরে বাপ্! কলিকাতা কেঁদে পাগলিনী হ'য়েছেন?

নেপাল। হাঁ বাবা!—এখনও লোকে এই সহরে সেই পুতুল পূজা কর্চ্ছে, কীর্ত্তন গাইছে, এখনও কেউ কেউ রামায়ণ সত্যি ব'লে মান্‌ছে, আমি কি এখন চাট্‌গাঁয় যেতে পারি বাবা?

গীত।

আমি আর কি যেতে পারি বাবা !
মানব উদ্ধার কর্ত্তে হবে—আগে একটু সারি বাবা।
লিখ্‌ছি যে বক্তৃতা গান—আপনি ফিরে বাড়ি যান,
দেখ্‌তে কি পাচ্ছেন না আমার উদ্দেশ্যটা ভারি বাবা !
[সঙ্গীগণকে] ফিরে যাও ভাই ম্যালেরিয়ায়, মর্ত্তে হয় ত তোমরা মর,
যাচ্ছি না ক চাটগাঁয়, তা যাই বল আর যাই কর—
[আনন্দকে] ম্যালেরিয়ার গর্ভধারিণীর অবস্থাটি গুরুতর ?
গর্ভ্তধারিণী তিনি ধারিণী—আমি কি তাঁর ধারি বাবা।

আনন্দ। আহা হা ! ওরে সব তত্ত্বকথা বুঝ্‌লেম ; ও ! কলির কেষ্ট ! অবতার ! কিন্তু বাপ্‌রে ! তত্ত্বপথে জ্ঞানকাণ্ডে আমি যাবো না ; তোতে যেন প্রেম থাকে, এই ভিক্ষা দেরে বাপ্‌ !

জন্ম জন্ম এমন ছেলে আমি পেলে আমি পেলে
আর কিছু আমি চাহিনাক।
বেঁচে থাকো ওহে হরি, আর না জিজ্ঞাসা করি,
বেঁচে থাকো, আহা বেঁচে থাকো।

ঠিক ব'লেছিস্‌রে বাপ্‌ ! ওরে সব রাখালবালক ! চল্‌ চট্টগ্রামে ফিরে যাই—নেপালের অনেক কাজ বাকি রয়েছে।

নেপাল। পিতা গো ! তবে আর বিলম্ব কি। যান বাবা আমার গর্ভধারিণীকে সান্ত্বনা করুনগে যান ! যাও সব রাখালবালক ! চট্টগ্রামে ফিরে যাও। আমিও বাদুড় বাগান গমন করি। পিতা গো ফিরে যান।

[প্রস্থান]

আনন্দ ও সঙ্গীদিগের গীত ।

আজ, চল চল ফিরে চল চট্টগ্রামে পুনর্ব্বার।
ওরে, হ'য়ে গেছে প্রেমকাণ্ডে জ্ঞানকাণ্ডে একাকার।
আজ নেপালচন্দ্র বোঝাচ্ছে তার বক্তৃতাতে ধর্ম্মসার ;
ওরে নূতন সত্যে নূতন তত্ত্বে ছেয়ে গেল এ সংসার।
আজ ঘুচাতে ধরার ভার ঘুচাতে এ অন্ধকার ;
ঐ সাহিত্য আকাশে নেপাল পূর্ণচন্দ্র অবতার।

চতুর্থ দৃশ্য ।

—০ঃ-ঃ০—

মল্লিকা শয়ান। সম্মুখে মালতি ও ডাক্তার।

মল্লিকা। কোথায় আমি ! কোথায় আমি ! আমি যাই ! আমি মরি !—হা আমার নেপাল বিহনে—আমি যে—আমি যে বাঁচিনে ! —কৈ ! কোথায় নেপাল ! সখিরে !—ও হো হো হো হো—

ডাক্তার। ব্রাণ্ডি দাও। ব্রাণ্ডি দাও।

মল্লিকা। ঐ আবার। ফিঁক ধর্ল ? নেপাল রে !

মালতি। মাঝে মাঝে এই রকম ফিঁক ধরে।

ডাক্তার। তাইত ব্যারামটা শক্ত দাঁড়িয়েছে। তা—একটা purgative দিলেই সেরে যাবে এখনই।

মালতি। সার্ব্বে ত !

মল্লিকা। ঐ আবার ! [সুরে] ওরে নেপাল ! নেপাল রে !

ডাক্তার। তাই ত!

[ডাক্তারের প্রস্থান]

মল্লিকা। মলাম সখি! গেলাম সখি!—

মালতি। কি হ'য়েছে? কি হ'য়েছে সখি?

মল্লিকা। চা খাবো, চা খাবো। তার পর—উঃ! ঐ আবার!—গেল! গেল! প্রাণ গেল! বুক ফেটে গেল! সখিরে—আহা!

মল্লিকার গীত।

মোলাম সখি মোলাম সখি এ কি হোল পরমাদ!
পাটির মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে দড়ি দিয়ে আমায় বাঁধ্।
নেপাল নেপাল নাম শোনাও—
কাঁধে করে' নিয়ে কর্ণফুলীর জলে ভাসিয়ে দাও,
ভেসে যাই যেন গো কলকেতায়—
(মল্লিকার) দেহ দেখেন যেন নেপাল চাঁদ।

[মোহপ্রাপ্তি]

মালতি। ওরে সর্ব্বনাশ হয় যে! ওরে পোড়ারমুখীরা! তোরা এক বার ভালো ক'রে দেখ্, সাধের কমলিনী যেন অকালে শুকিয়ে না যায়। আমি নেপালচন্দ্রকে telegraph কর্চ্ছি। মুন্সেফগৃহিণী! তুমি নেপাল-সোহাগিনী। নেপাল কি তোমার এ দশা দেখে আর স্থির থাকৃতে পার্ব্বেন? এলেন ব'লে। ওঠো, ভাত খাও।

[প্রস্থান]

মল্লিকার সহসা উত্থান ও গীত।

নিপট কপট তুঁহু শ্যাম (আরে)
শুধু বৈঠে বৈঠে হম তুঁহারি কবিতা পড়ে,

আগু না বিচারি—হাহা কিয়া কেয়া কাম।
লাজ কাজ সব কর্ণফুলিমে ডারি
সারি সারি বৈঠে হু ঁ সব নারী,
খিচুড়ি খাকে আওর কপি তরকারি,
জ ঁপত জ ঁপত হু ঁ নেপালচাঁদ নাম।

[নেপালের আবির্ভাব]

মালতি। কমলিনী! এই দেখ নেপালচাঁদ উদয় হ'য়েছেন।

নেপাল। ঠানদি! আমি আবার তোমার কাছে ফিরে এসেছি।

মল্লিকা। এয়েছো?—সোনার চাঁদ আমার!

মালতি। এত দেরী কর্ত্তে হয় ঠাকুর্পো? ঠানদি যে তোমা বিহনে—আর একটু হ'লেই হ'য়েছিল আর কি।

নেপাল। কেন! কেন! ঠানদির অবস্থা কি রকম হ'য়েছিল?

মালতি। ঘন ঘন ফিক্! আর কি ক্ষিধে। এমন ক্ষিধে কেউ কখন দেখিনি। এই খাওয়া—আর নেই। এত দেরী কর্ত্তে হয় নিষ্ঠুর।

নেপাল। আমার যে মানবজাতিকে উদ্ধার কর্ত্তে দেরি হ'য়ে গেল। এখন আমি সাহিত্য সম্রাটকে সম্রাট্, ঋষিকে ঋষি—

মালতি। যাত্রার অধিকারীকে যাত্রার অধিকারী।

মল্লিকা। যাও দিদি যাও,

ঝিকে বল এক্ষণিই দোকানেতে যাক্,
আনুক কিনিয়া
চার পয়সার ভালো গরম সিঙ্গাড়া,
দুই পয়সার খাস্তা কচুরী,

আর পাঁচ পয়সার—যাহা ভালো পায়—
—হাঁ হাঁ বঁদে, আর দুই পয়সা জিলিপি।

[সসব্যস্তে মালতির প্রস্থান]

মল্লিকা। বঁধু তোমার উদ্দেশে আমি গান তৈরি করে' রেখেছি! শ্রবণ কর। সখীগণ দোয়ার দাও।

সখীগণের প্রবেশ ও মল্লিকার গীত।

এসো হে, বঁধুয়া আমার এসো হে,
ওহে কৃষ্ণবরণ এসো হে,
ওহে দন্তমাণিক এসো হে ;
এসো সরিষাতৈলস্নিগ্ধকান্তি,
পমেটম চুলে এসো হে।
ওহে লম্পটবর এসো হে,
ওহে বক্কেশ্বর এসো হে ;
ওহে কলমজীবী নভেল-পাঠক—
ঘরে ঝাঁটা খেতে এসো হে।
ওহে কম্ফর্ট গলে এসো হে,
ওহে পেড়ে ওড়নায় এসো হে ;
ওহে অঞ্চলদড়িবন্ধন গরু,
গোয়ালেতে ফিরে এসো হে।
এসো পুজোর ছুটিতে এসো হে,
ওহে বড় দিনে ফিরে এসো হে ;
এসো Good Fridayতে privilege leave,
French leave নিয়ে এসো হে।

দণ্ডধারীর প্রবেশ ।

দণ্ড । শেষে এতদূর গড়িয়েছে ! তখনই ত ব'লেছিলাম বাবাজিকে যে এ্যাঁ এ্যাঁ—কলির কৃষ্ণ ।—গরু জুটেছে, রাখালবালক জুটেছে, গোপিনী জুটেছে,—এ্যাঁ এ্যাঁ—রাধিকার কি অভাব হবে ! রাধিকা এলো বলে' ।—কিন্তু আমার দ্বিতীয় পক্ষ যে এ্যাঁ এ্যাঁ—সেই রাধিকা, তা সঠিক জান্‌তাম না ।

মল্লিকা । তুমি যা ভাব্‌ছ তা নয় । এ পবিত্র প্রেম ।

দণ্ডধারী । বুঝেছি । আর ব'ল্‌তে হবে না । আচ্ছা ভায়া—এ্যাঁ এ্যাঁ—তোমার ঠানদিরই না হয় মাথা খারাপ, কিন্তু শেষে তুমিও !

নেপাল । ঠাকুর্দ্দা ! এটা নাতির রসিকতা বলে' ধরে' নেবেন ।

দণ্ডধারী । কিন্তু তার ত একটা মাত্রা আছে ?

নেপাল । নাতির রসিকতার কি মাত্রা আছে ঠাকুর্দ্দা !—বড় মধুর ! বড় মধুর ! এর মধু আপনি কি বুঝ্‌বেন ঠাকুর্দ্দা !

দণ্ডধারী । সেটা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝ্‌ছি ভায়া ।—তবে রোসো, আমিও একটু রসিক হই ! দাদামহাশয় সম্পর্ক ত ! রসিক না—এ্যাঁ এ্যাঁ হ'লেও রসিকতার চেষ্টাটাও ত কর্ত্তে হয় ! [প্রস্থান]

মল্লিকা । তুমি মোর নিধি শ্যাম তুমি মোর নিধি ।

নেপাল । আর এ প্রাণের বঁধু তুমি ঠানদিদি ।

মল্লিকা । আমি রাধা তুমি শ্যাম,

নেপাল । তুমি রাধা আমি শ্যাম ;

মল্লিকা । আমি রাধা তুমি শ্যাম,

দণ্ডহস্তে দণ্ডধারীর প্রবেশ ।

দণ্ড । [লাঠি উঠাইয়া] এই, কাঁধে বাড়ি বলরাম ।

আনন্দ ও ডাক্তারের প্রবেশ ।

আনন্দ । ও কি ! ও কি ! [লাঠি ধরিলেন] কর কি !—ব্যাপারখানাটা কি !

দণ্ড । ঠাকুর্দ্দা আর নাতির ন্যায্য রসিকতার মধ্যে তুমি এসে বাধা দাও কেন বাবাজি !

ডাক্তার । শেষে ঠাকুর্দ্দা ঠান্‌দি পর্য্যন্ত spread ক'রেছে । Very contagious.

আনন্দ । ও রকম করে' আমার পানে তাকাচ্ছেন যে ডাক্তার বাবু !

ডাক্তার । দেখ্‌ছি—তুমিও ক্ষেপেছ কিনা ।— হুঁ !—শেষে গুষ্টি শুদ্ধ !—

আনন্দ । সার্ব্বে ! ডাক্তার, সার্ব্বে ?

ডাক্তার । আর purgativeএও কিছু হবে না ! [প্রস্থান]

আনন্দ । কেন ! কেন ! ডাক্তার বাবু !

[সঙ্গে সঙ্গে প্রস্থান]

দণ্ড । এর পরে আমার আর কিছু বক্তব্য নাই । এর moral আমি এইটুকু বুঝ্‌লাম যে—এঁ্যা এঁ্যা—ছেলে বয়সে যে লোকে বিয়ে করে সে নিজের জন্য, আর বুড়োবয়সে যে বিয়ে করে সে—এঁ্যা এঁ্যা—পরোপকারায় ;—তা পরোপকারায় সতাংহি জীবনং । [ক্রন্দন]

মল্লিকা। আহা কেঁদো না! আমি তোমারই, প্রাণেশ্বর! তোমারই। এ একটু এক রকম কৃষ্ণ যাত্রা হ'য়ে গেল।

দণ্ড। ও! তাই! তা এতক্ষণ বুঝ্‌তে পারিনি প্রেয়সী! কিন্তু এত জ্যান্ত কৃষ্ণ যাত্রা কোথাও দেখিনি।

মালতি। ঠাকুর্পো যে একজন খুব ভাল অধিকারী।

মল্লিকা। হুঃ! অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।

দণ্ড। কে বলে আমি বেরসিক। [মল্লিকাকে] তবে—এঁ্যা এঁ্যা—একবার উপযুক্তস্থনাতিস্থ পাশে দাঁড়াও। একবার মাত্র। [নেপালকে] তার পর কিন্তু আর কোন দাবী চ'ল্‌বে না।

[নেপাল ও মল্লিকা কৃষ্ণ রাধিকা ভাবে দাঁড়াইলেন]

মালতি। ওগো সখীরা এসে গাও। পালা শেষ করি।

সখীদিগের প্রবেশ ও সকলের গীত।

আহা এ মধুর নিশি 'অটোরোজ' এক শিশি,
এনেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার।

১ সখী। সেজদি পাঠায়ে দেছে তোমারে পাধার টুপি
[পরাইয়া দিলেন]

দণ্ডধারী। ঠাকুর্দ্দা দিতেছে পয়জার
[জুতার হার পরাইয়া দিলেন]

মালতি। ভাজ পাঠায়েছে এই আদর প্রশস্ত
[কাণ মলিয়া দিলেন]

মল্লিকা। ঠান্‌দি দিতেছে গলহস্ত [অর্দ্ধচন্দ্র দিলেন]

৩ সখী। পাঠায়েছে মেজ শালী,
মুখে এই চুণকালি ; [মুখে মাখাইয়া দিলেন]

দণ্ডধারী। —কালির ছিল না দরকার—

নেপাল ভিন্ন সকলে। যাও হে, তুমি হে, কবি হে,—

দণ্ডধারী। ঢাল ঘোল মাথায় উহার— [সকলে ঘোল ঢালিলেন]

সখীগণ। তুমি আমাদের বঁধু,

দণ্ডধারী। আমি তোমাদের বঁধু,

নেপাল। তিনি তাঁহাদের বঁধু,

মল্লিকা। তোমরা তাঁহার।

নেপাল ভিন্ন সকলে। এসেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার।
"ধর হে প্রিয় হে বঁধু হে—
নিজ পরিবারে চির নিজ অধিকার—

দণ্ডধারী ও মল্লিকা পাশাপাশি দাঁড়াইলেন। নেপাল দূরে মুখ-বিকৃত করিয়া দাঁড়াইলেন।

মালতি ও সখীগণ তাহাদিগকে ঘিরিয়া গাইলেন।

তুমি আমাদের বঁধু
আমরা তোমার বঁধু—
তোমরা ইঁহার বঁধু—
ইঁহারা তোমার—
ভালোয় ভালোয় শেষ এই নাটিকার।

যবনিকা পতন।